পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ ॥ ১১শ সংখ্যা
১০ই সফর ১৪০৭ হিঃ ॥ ২৮শে আশ্বিন ১৩৯৩ বাংলা ॥ ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪০ বর্ষঃ
১৫ই অক্টোবর ১৯৮৬ ১১শ সংখ্যাঃ

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআনঃ সূরা ইউসুফ (১৩শ পারা ১০ম রুকু)	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদঃ মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফঃ	অনুবাদঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণীঃ 'আমি অসময়ে আসি নাই'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবাঃ	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদঃ জনাব নজির আহমদ ভূইয়া	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ)ঃ	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৪
* ২৩ তম ইংল্যাণ্ড সালানা জলসা উপলক্ষে মর্মস্পর্শী ভাষণসমূহ ঃ	অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	২১
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—১৯ঃ	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৩
* মৈত্রীর জেহাদঃ	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	৩০
* সংবাদঃ	অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৩৬

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়াদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) তিন সপ্তাহ ব্যাপী কানাডায় আল্লাহতায়ালার ফজলে দিনরাত ইসলাম প্রচারের কাজে কর্মব্যস্ত থাকেন এবং ব্যাপক ভিত্তিক তবলীগ ও ইসলাম-প্রসারের বিপুল সুযোগ লাভ করেন।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'আল-নসর' ১০ই অক্টোবর '৮৬ইং)

আল্লাহ্‌র ফজলে হুজুর (আইঃ) কানাডা থেকে মঙ্গলমত লণ্ডন প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং কুশলে আছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হুজুরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁর সকল পদক্ষেপকে সাফল্যমণ্ডিত ও বিজয়ী করেন সেজন্য নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা

১৫ই অক্টোবর ১৯৮৬ইং ঃ ১৫ই ইখা ১৩৬৫ হিঃ শামসী ঃ ২৮শে আশ্বিন ১৩৯৩ বাংলা ঃ

তরজমাতুল কোরআন

সুরা ইউসুফ

[ইহা মক্কী সুরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহার ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩শ পারা **১০ম রুকু**

৮১। এবং যখন তাহারা তাহার (অর্থাৎ ইউসুফ) সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল তখন তাহারা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে করিতে একদিকে নিরালায় চলিয়া গেল ; তখন তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠজন বলিল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহর নামে (কসম করাইয়া) প্রতিজ্ঞা লইয়াছিল এবং ইহার পূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারেও ত্রুটি করিয়াছিলে ? সুতরাং যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেয় অথবা আল্লাহ আমার সম্বন্ধে কোন ফয়সালা করেন আমি এদেশ কখনও ছাড়িব না ; তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৮২। সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বল, হে আমাদের পিতা ! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে ; এবং আমরা (তোমার নিকট) কেবল উহাই সাক্ষ্য দিতেছি যাহা আমরা জানি, এবং আমরা অদৃশ্য বিষয়ের উপর হিফাযতকারী ছিলাম না।

৮৩। এবং তুমি ঐ সকল লোককেও জিজ্ঞাসা কর যাহাদের মধ্যে আমরা (অবস্থানরত) ছিলাম, এবং যে কাফেলার সঙ্গে আমরা আসিয়াছি তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা কর, এবং বিশ্বাস কর যে আমরা নিশ্চয় (এই ব্যাপারে) সত্যবাদী।

৮৪। সে (অর্থাৎ ইয়াকুব) বলিল, (ইহা সঠিক মনে হইতেছে) না, বরং (মনে হইতেছে) তোমাদের নফ্স কোন বিষয় তোমাদিগকে সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে ; সুতরাং এখন আমার ইহাই করনীয় যে আমি উত্তমভাবে সবর করি, হইতে পারে যে আল্লাহ তাহাদের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিবেন ; কারণ তিনি সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৮৫। এবং সে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরিয়া লইল, এবং নির্জনে গিয়া দোয়া করিয়া) বলিল, (হে আমার খোদা! আমি তোমার দরবারে) ইউসুফের জন্য আফসোস এবং ফরিয়াদ (করিতেছি)! এবং শোকে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল; কিন্তু সে তাহার দুঃখকে (সদা নিজ অন্তরে) চাপিয়া রাখিত।

৮৬। তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত না গুরুতর অসুখে পড় অথবা মারা যাও, তুমি ইউসুফের কথা বলিতে থাকিবে।

৮৭। সে বলিল, আমি আমার পেরেশানি এবং দুঃখের ফরিয়াদ কেবল আল্লাহর নিকট করিতেছি, এবং আমি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা জানি তাহা তোমরা জান না।

৮৮। হে পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সুক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান কর, এবং আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না; আসল কথা ইহাই যে কাফেরগণ ব্যতীত কেহই আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হয় না।

৮৯। এবং যখন তাহারা আবার তাহার (অর্থাৎ ইউসুফের) সম্মুখে হাযির হইল, তখন তাহারা বলিল, হে মহা প্রভু! আমাদিগকে এবং আমাদের পরিবারবর্গকে কঠিন অভাব আঘাত হানিয়াছে এবং আমরা একান্ত সামান্য পুঁজি আনিয়াছি, অতএব (একতো পুঁজি অনুযায়ী) আমোদিগকে মাপপূর্ণ করিয়া দাও এবং (তদুপরি মেহেরবানী করিয়া) আমাদিগকে কিছু সদকা স্বরূপ দাও; নিশ্চয় আল্লাহ সদকাদাতাগণকে বড় পুরস্কার দেন।

৯০। সে বলিল, তোমাদিগের কি সেইসব ব্যবহার জানা আছে যাহা তোমরা ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সহিত করিয়াছিলে যখন তোমরা (তোমাদের কাজের পরিনাম সম্বন্ধে) অজ্ঞ ছিলে?

৯১। তাহারা বলিল, তুমিই কি তবে ইউসুফ? সে বলিল, হাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই; আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের উপর ফজল করিয়াছেন; সত্য কথা ইহাই যে, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবুর করে, নিশ্চয় আল্লাহ কখনও পরোপকারী ব্যক্তিদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।

৯২। তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধী ছিলাম।

৯৩। সে বলিল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন, বস্তুতঃ তিনি রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমকারী।

৯৪। তোমরা আমার এই কামিজ লইয়া যাও এবং আমার পিতার সম্মুখে ইহা রাখিয়া দিও, ইহাতে তিনি আমার সম্বন্ধে সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন; এবং তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে আমার নিকট লইয়া আসিও। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

কাজের মর্যাদা, শ্রমোপার্জিত জীবিকা গ্রহণ এবং সাওয়াল (ভিক্ষা) হইতে বাঁচা

১। হযরত হাকিম বিন হিযাম (রাঃ) বলেনঃ "আমি একবার আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি (সাঃ) আমার সওয়াল মোতাবেক আমাকে দান করেন। একবার পুনরায় এইরূপ দরখাস্ত করিলাম। তিনি (সাঃ) ইহাও মঞ্জুর করিলেন। তৃতীয় বার আবার আবেদন করায় তিনি (সাঃ) তাহাও মঞ্জুর ফরমাইলেন। কিন্তু সঙ্গেই এরশাদ করিলেনঃ "দুনিয়া বড়ই আকর্ষক ও লোভনীয়। অনেক কিছু আহরণের আগ্রহ হয়। কিন্তু বরকত রহিয়াছে বেপরওয়া থাকায়। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা প্রদর্শন করে, সে বরকতের চেহারা দেখিতে পায় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই দুনিয়ার ক্ষুধাগ্রস্ত রোগীর, যে খায়, কিন্তু তাহার ক্ষুধা যায় না। স্মরণ রাখিবে, উপরের হাত, (অর্থাৎ দাতার হাত), নীচের হাত (অর্থাৎ যে হাতে নেয়) উহা হইতে শ্রেষ্ঠ" (অর্থাৎ দাতা হইবে, গ্রহীতা হইবে না।) হাকিম বিন হিযাম বলেনঃ আমি হুজুরের এই এরশাদ শুনিয়া নিবেদন করিলাম, 'হে আল্লাহর রসুল, সেই সত্তার কসম, যিনি সত্য সহকারে আপনাকে (সাঃ) পাঠাইয়াছেন, ভবিষ্যতে আপনি ছাড়া কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিব না।" বস্তুতঃ, পরে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময়ে হাকিম বিন হিযামকে ডাকা হইত তিনি যেন তাঁহার বৃত্তি নিয়া যান। কিন্তু তিনি গ্রহণ করিতেন না এবং লইতে অস্বীকার করিতেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে হযরত উমর (রাযিঃ) জনসাধারণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেনঃ "হে মুসলমানগণ, আমি আপনাদিগকে হাকিম বিন হিযাম সম্বন্ধে সাক্ষী রাখিতেছি। আমি তাঁহার সম্মুখে তাঁহার হক (ন্যায্য অংশ) উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু তিনি লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।" বস্তুতঃ হাকিম বিন হিযাম (রাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাহারো নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

['বুখারী কিতাবুল ওসিয়ত; বাবু তামিলু কাউলাহু মিম্-বায়দে ওয়াসিয়তিহি ইউসি বেহা; ১ঃ ২৮৪পৃঃ]

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদঃ এ এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(অমৃতবাণীর অবশিষ্টাংশ) ৪-এর পাতার পর

অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি আমার অন্তরেও অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু স্বীয় জ্যোতি বিকাশে তাহার চাইতে শ্রেষ্ঠতর। তিনিও মানুষ ছিলেন, আমিও মানুষ, এবং রৌদ্র যেমন প্রাচীরে পতিত হয় এবং প্রাচীর বলিতে পারে না যে উহা সূর্য, তেমনি আমরা উভয়ে এ সকল জ্যোতির্বিকাশে স্বীয় আত্মার কোনই সাক্ষাৎ গৌরব বা মর্যাদা সাব্যস্ত করিতে পারি না, কেননা সেই প্রকৃত সূর্য (খোদা) বলিতে পারেন, আমা হইতে পৃথক হইয়া তারপর দেখ যে, তোমাতে কি গৌরব বা মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে।"

('হাকীকাতুল ওহী পৃঃ ২৭৩-২৭৪)

অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"আমি অসময়ে আসি নাই।
যুক্তি-তর্কে এবং নিদর্শন প্রদর্শনে কোন খৃষ্টান পাদ্রী মোকাবিলায় তিষ্ঠিতে পারে না।"

"এক সময় ছিল যখন পাদ্রীগণ শুধু তাহাদের শত্রুতাবশতঃ বৃথা বাক্যব্যয় করিত যে, কুরআন শরীফে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই। মুসলমান উলামা ইহার জওয়াব তো দিতেন কিন্তু, সত্য কথা এই যে, ভবিষ্যদ্বাণী এবং অলৌকিকক্রিয়ার অস্বীকারকারীদিগকে জবাব দেওয়া সেই ব্যক্তিরই কাজ, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী প্রদর্শন করিতে পারেন। শুধু মৌখিক কথাবার্তার দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসা সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং পাদ্রীগণের প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যারোপ যখন চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয় তখনই খোদা-তায়ালা মুহাম্মদী হুজ্জত (যুক্তি-প্রমাণ) পূর্ণপ্রতিষ্ঠার্থে আমাকে প্রেরণ করিলেন। এখন কোথায় আছেন পাদ্রী সাহেবান যাহাতে তাহারা আমার মোকাবেলায় আসিয়া দন্ডায়মান হইতে পারেন? আমি অসময়ে আসি নাই। আমি তখন আসিয়াছি যখন ইসলাম খ্রীষ্টানদের পদতলে পিষ্ট হইয়াছে। হে বন্ধুগণ! তোমাদিগকে সত্যের বিরোধী হওয়া কে শিখাইয়াছে? দ্বীন ধ্বংসন্মুখ এবং বাহিরের আক্রমণসমূহ ও আভ্যন্তরীণ বেদাত সমূহ ধর্মের সকল অংগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। শতাব্দীরও ২৩ বৎসর (বর্তমানে ৯৮ বৎসর—অনুবাদক) অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং কয়েকলক্ষ মুসলমান ধর্মান্তরিত হইয়া খোদা ও রসুলের (সাঃ) শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, তোমরা তাহা সত্বেও বলিতেছ যে, এহেন সময়েও খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে কেহ আসেন নাই কিন্তু আসিয়াছে 'দাজ্জাল।' ভাল, এখন কোন পাদ্রীকে তো আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত কর যে বলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই। স্মরণ রাখিবে যে, ঐ যুগ পূর্বেই গত হইয়াছে; এখন তো সেই যুগ উপস্থিত, যখন খোদাতায়ালা ইহাই প্রকাশ করিতে চাহেন যে, সেই রসুল মোহাম্মদ আরবী (সাঃ) যাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হতভাগা পাদ্রীগণ কয়েক লক্ষ পুস্তক এই যুগে প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, একমাত্র তিনিই (সাঃ আঃ) সত্যবাদী এবং সত্যবাদীগণের শিরোমণি। তাঁহাকে গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু, পরিশেষে এই রসুল (সাঃ) কে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরান হইয়াছে। তাঁহার গোলাম ও খাদেম-গণের মধ্য হইতে আমি একজন, যাহাকে খোদাতায়ালা স্বীয় কালাম ও সম্ভাষণে ভূষিত করেন এবং যাহার উপর খোদার গায়েব (ভবিষ্যতের গোপন বিষয় এবং নিদর্শনাবলীর দুয়ার উন্মুক্ত করা হইয়াছে। হে অজ্ঞগণ! তোমরা কাফের বল বা অন্য কিছু, তোমাদের কুফরী ফতোয়ায় সেই ব্যক্তির পরোয়া কি, যে খোদাতায়ালার আদেশানুযায়ী দ্বীনের খেদমতে মশগুল আছে এবং তাহার নিজের উপর খোদাতায়ালার অনুগ্রহ বর্ষার ন্যায় পতিত হইতে দেখিতেছে। খোদা মরিয়মের পুত্রের (আঃ)

(অবশিষ্টাংশ ৩-এর পাতায় দেখুন)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৩ই জুন ১৯৮৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কবে মক্কার কফেরদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং কবে ঐ মোশরেকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, যাহারা তোমাদের মতে কলেমা পাঠকারী, নামাযী ও ইবাদত-কারীদের সহিত এই আচরণ করিত? ইহা কোন আহমদীর কথা নয় যে, তোমরা তাহার উপর রাগ করিবে, তোমাদের নাযেমে আলা, মজলিসে তাহফ্ফুজে তমে নবুয়ত, বেলচিস্তানের এই এলান যে, আমরা হুবহু আহমদীদের সহিত ঐ আচরণ করিতেছি, যাহা কোন এক যুগে মক্কার মোশরেকরা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত করিত। অতএব, তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য মোবারক হউক। আমরা তো উহাতে হস্তক্ষেপ করার যোগ্য নই। কিন্তু তোমাদের বলার দরুনতো আমরা নিজেদের ধর্ম পরিবর্তন করিব না। কোরআন আমাদিগকে বলে ঃ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام - وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة - الا الذين ظلموا منهم - فلا تخشوهم واخشوني - ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ٥

এইরূপ মনে হয় যে, উপরোক্ত আয়াতে হুবহু আহমদীয়া জামাতের আজিকার অবস্থার চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। কেবলাহ্ পরিবর্ত্তন করার দরুন ঐ যুগের মোশারেকদেরও নিশ্চয়ই ক্রোধ জাগ্রত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কার দিকে মুখ ফেরানো ও মনোযোগ আকাশ হইতে আল্লাহ দেখিলেন এবং তাঁহাকে (সাঃ) আদেশ দান করিলেন তোমার ইচ্ছানুসারে কেবলাহ্ প্যালেষ্টাইন এর পরিবর্তে মক্কার দিকে করিয়া নাও, তখন মোশরেকদের নয়, খ্রীষ্টান এবং আহ্লে কেতাবদের ক্রোধ জাগ্রত হইয়াছিল। অতএব, আহ্লে কেতাবদের এইভাবে ক্রোধ জাগ্রত হইয়াছিল, যেইভাবে ইহাদের বর্ণনানুযায়ী, কলেমা পড়ার দরুন মোশরেকদের ক্রোধ জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু

ঐ যুগের আহ্‌লে কেতাবেরা তুলনামূলকভাবে অধিক ভদ্র ও শালীন ছিল। তাহারা অধিক আদর্শ পরায়ণ মানুষ ছিল। রাগতো তাহারা করিত। কিন্তু ইহার দরুন তাহারা খুন খারাবি করে নাই। একজন মুসলমানকেও তাহারা শহীদ করে নাই। একটি গৃহকেও তাহারা লুণ্ঠন করে নাই। মুসলমানেরা কেবলাহ্ মক্কার দিকে করিয়াছে—এই অপরাধে তাহারা একটি তীরও কোন মুসলমানের প্রতি নিক্ষেপ করে নাই। কিন্তু আজিকার আলেমদের নিকট মক্কার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া এত বড় অপরাধে পরিণত হইয়াছে যে তাহারা বলে যে, "এখন তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত আমাদের জন্য হালাল হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে খোদা জামীন বানাইয়াছেন যে, যাহাদিগকে তোমরা অমুসলমান মনে কর তাহাদিগকে মক্কার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে দিবে না।"

ইহারা অদ্ভুত ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা এইরূপ ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার ধারনাও পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই। সমগ্র বিশ্ববাসী এই Logic (যুক্তি) ও এই চিন্তাধারা নিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিবে যে, এই সকল লোকদের ও ইসলামের কি হইয়াছে? প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববাসী ইসলামকে আক্রমণ করার অজুহাত খুঁজিয়া বেড়ায় এবং বাহির হইতে ইসলামকে আক্রমন করার জন্য যে উপাদান তাহারা পায় না, ঐ উপাদান এবং ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র ভিতর হইতে আলেমেরা বসিয়া বসিয়া তাহাদের জন্য সরবরাহ করিয়া যাইতেছে। ইহাদের কোন কাণ্ড-জ্ঞান নাই, কোন চিন্তা-ভাবনা নাই যে, আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্রের একটি কারখানা তৈয়ার করিয়া বসিয়াছি। সমগ্র বিশ্ব উহা কাজে লাগাইবে এবং ইসলামকে আরো আক্রমন করিবে এবং আরো ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে যে, ইহাই ইসলাম ধর্ম যে মক্কার দিকে মুখ করিলে আমাদের ক্রোধ জাগ্রত হইবে এবং আমরা ইহাদিগকে মারিব!

কোরআন আমাদিগকে ইহা বলিতেছে যে, তোমাদিগকে মক্কার দিকেই মুখ করিতে হইবে, বায়তুল হারামের দিকে কেবলাহ্ করিতে হইবে এবং অন্য দিকে মুখ করিবে না। وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره বলা হইয়াছে, হে মুসলমানরা! তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমরা যে কোন স্থানেই মওজুদ থাক না কেন, তোমরা সদা সর্বদা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করিয়া রাখিবে, যাহাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির 'হুজ্জত' (অর্থাৎ দলিল প্রমাণ সহ যুক্তি, অভিযোগ) না থাকে। ইহা হইল ঐ যুগের মানবজাতির অনুকূলে কোরআনের আজীমুশ্‌শান সাক্ষ্য। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানবজাতির অনুকূলে তখনই হুজ্জত কায়েম হয়, যখন তাহাদের চাপের মুখে তাহারা নিজেদের কেবলাহ পরিবর্তন করে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, মুসলমানদিগকে নসিহত করিতে গিয়া খোদাতায়ালা তাহাদের আদর্শের একটি দিক বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, যদি তাহারা চাপ দিতে থাকে যে, তোমরা কেবলাহ পরিবর্তন করিয়া নাও এবং তোমরা কেবলা পরিবর্তন কর, তাহা হইলে তোমাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির 'হুজ্জত' কায়েম হইবে। অতএব, তোমরা

কখনও এই কেবলাহকে পরিবর্তন করিও না এবং যদি তোমরা কেবলাহ পরিবর্তন না কর, তাহা হইলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের 'হুজ্জত' থাকিবে না।

আজিকার এই মানবজাতি এইরূপ যাহারা বলে যে, "তোমরা যদি কেবলা পরিবর্তন কর তাহা হইলে আমাদের কোন 'হুজ্জত' থাকিবে না। কিন্তু যদি তোমরা কেবলাহ কায়েম রাখ তাহা হইলে তোমাদের উপর আমাদের 'হুজ্জত' কায়েম হইবে। অতঃপর আমাদের-যাহা মর্জ্জি তোমাদের সহিত আচরণ করি।" যুগের কত পরিবর্তন হইয়াছে! চৌদ্দশত বৎসরে মানুষ কোথায় হইতে কোথা চলিয়া গিয়াছে! মানবজাতির ঐ ইতিহাস ইহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতেছে না, যাহা কোরআন পেশ করিয়াছিল। কোরআন তো বলে যে, যদি তোমরা কেবলা পরিবর্তন করিয়া নাও, তাহা হইলে ইহাদের 'হুজ্জত' কায়েম হইবে এবং বৈধ 'হুজ্জত' কায়েম হইবে। তোমাদের উপর ইহাদের 'হুজ্জত' কায়েম হইবে। কিন্তু ইহারা (মৌলবীরা) বলে যে, না, কেবলাহ পরিবর্ত্তন কর তো কোন 'হুজ্জত' কায়েম হইবে না। কেবলাহ পরিবর্ত্তন না করিলে আমাদের 'হুজ্জত' তোমাদের উপর কায়েম হইবে।

ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে যে, এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইসলামে যে পরীক্ষা আসার কথা ছিল, এই আয়াতে উহার উল্লেখ রহিয়াছে বস্তুতঃ সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে, الا الذين ظلموا হাঁ, তাহাদের মধ্যে যাহারা জালেম, তাহাদের 'হুজ্জত' তোমাদের উপর কায়েম রহিবে, যদি তোমাদের কেবলাহ কায়েম থাকে। কিন্তু যদি তোমরা কেবলাহ পরিবর্তন কর, তাহা হইলে তোমাদের উপর তাহাদের 'হুজ্জত' থাকিবে না। অতএব, যাহারা ঐ যুগে জালেম ছিল, তাহারা আজও জালেম। কেননা, কোরআন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং কোরআনের সাক্ষ্যের মোকাবেলায় অন্য সকল সাক্ষ্য রদ হইয়া যাইবে। কোরআন বলে যে, "যদি তোমরা কেবলাহ পরিবর্তন না কর তাহা হইলে যাহারা কেবলা পরিবর্তন করিতে বলে তাহাদের 'হুজ্জত' তোমাদের উপর কায়েম হইবে না, হাঁ, তাহারা ব্যতীত যাহারা জালেম।" যদি তোমরা কেবলাহ পরিবর্তন না কর, তাহা হইলে জালেমদের 'হুজ্জত' তোমাদের উপর কায়েম হইয়া যাইবে।

আজ কিছু লোক নিজ মুখে স্বীকার করিতেছে এবং প্রকাশ্যে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় এই বিবৃতি দিতেছে যে, তোমরা কেন কেবলা পরিবর্তন কর না? এই কারণে আমাদের 'হুজ্জত' তোমাদের উপর কায়েম হইয়া গেল। الا الذين ظلموا (অর্থাৎ তাহারা ব্যতীত যাহারা জালেম) এর আয়াতটি সদাসর্বদা তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে থাকিবে। فلا يتدبرون ان ام على قلوب اقفالها ইহারা কি কখনও কোরআনের গভীরে প্রবেশ করে না? ইহারা কি কখনো কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে না? ইহাদের হৃদয়ে কি তালা লাগিয়া গিয়াছে? বলা হইয়াছে, কেবল

মাত্র ইহাই নহে। ইহারা তোমাদের জন্য ভীতিরও কারণ হইবে এবং বিপদেরও কারণ হইবে। এই জন্যই আমি বলি যে, সুরা বাকারার উপরোক্ত আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল। কেননা ঐ যুগের মুসলমানেরা কেবলাহ পরিবর্তন না করার দরুন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট হইতে তাহাদের জন্য কোন ভীতির কারণ ঘটে নাই। কেবলাহ বলিতে আমি বায়তুল্লাহর কেবলাহকে বুঝাইতেছি। যখন বায়তুল্লাহর কেবলাহ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল এবং আহলে কেতাবেরা বিরূপ সমালোচনা করিল, তখন মুসলমানদের উপর তাহাদের আক্রমনের ব্যাপারে এবং তাহাদের বিরুদ্ধাচরণকে জুলুমে পরিণত করার ব্যাপারে ইহাই বলিতে হয় যে, এইরূপ কোন জুলুমের ঘটনা ইতিহাসে দেখা যায় না। কোন মুসলমানকে এই অপরাধে শহীদ করা হয় নাই যে, তাহারা কেন মক্কার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেছে? কোন আযানদানকারীকেও হত্যা করা হয় নাই। মদিনায় কোন কলেমা পাঠকারীকে এই জন্য মারা হয় নাই যে, তুমি কলেমাকে ভালবাস। এইগুলিতো অবান্তর কথা। প্রশ্ন হইল মক্কার দিকে মুখ করা। দ্ব্যর্থহীনভাবে ইতিহাস হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে মক্কার দিকে মুখ করার অপরাধে একজন মদীনাবাসী মুসলমানকেও আহলে কেতাবীদের পক্ষ হইতে কোন শাস্তি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কোরআন বলিতেছে যে, ভীতির কারণ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে কিছু একটা ঘটিবে। এই অপরাধের শাস্তিতে কিছু বিপদাবলী তোমাদের উপর আপতিত হইবে। কোরআন ভুল হইতে পারে না। যদি এই যুগে এই সকল জুলুম অত্যাচার না হইত, তাহা হইলে অনিবার্যরূপে ভবিষ্যৎ যুগে এই সকল জুলুম অত্যাচার সংঘটিত হইত। পৃথিবী ও আকাশ টলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু কোরআনের এই ভবিষ্যৎবাণী অনিবার্যরূপে পূর্ণ হওয়ার ছিল। বড়ই হতভাগ্য ঐ সকল লোক যাহারা এই ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণতাদানকারীতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা এই কোরআনী দলিলের সহিত এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণতাদানকারীতে পরিণত হইয়াছে। الذين ظلموا তোমরা হইতেছ জালেম, যাহারা কেবলাহ অপরিবর্ত্তনকারীদের উপর 'হুজ্জত' কায়েম করিয়া বসিয়াছ।

অতঃপর বলা হইয়াছে فلا تخشوهم واخشونى নিশ্চয়ই ইহাদিগকে ভয় করিবে না। আমাকে ভয় কর। যদি ইহাদের চাপের মুখে তোমরা কেবলাহ পরিবর্ত্তন কর, তাহা হইলে ইহারা তোমাদের খোদা হইয়া যাইবে। যদি তোমরা আমার কেবলাহ পরিবর্ত্তন কর, তাহা হইলে আমার সহিত তোমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। অতএব আহমদীদিগকে এই ফয়সালা গ্রহণ করিতে হইবে যে, আমরা কি মোল্লাদেরকে খোদা বানাব, না রাব্বুল আলামীন' (বিশ্বসমূহের প্রভু) আমাদের খোদা থাকিবেন।

অতএব আমি আহমদীয়া জামাতের প্রত্যেক সদস্যের পক্ষ হইতে প্রত্যেক বড় ও ছোটের পক্ষ হইতে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে এবং প্রত্যেক বৃদ্ধ ও যুবকের পক্ষ হইতে এই এলান করিতেছি:—

(১) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হইলেন আমাদের খোদা এবং তিনিই আমাদের খোদা থাকিবেন এবং মোল্লাদের খোদায়ীর মুখে আমরা থুথুও ফেলি না।

(২) মোল্লাদের খোদায়ী এই অপরাধে আমাদের সহিত যাহা মর্জি করুক। তাহারা নিজেদের কেবলাহ্ পরিবর্তন করুক। আমরা নিজেদের কেবলাহ্ কখনো পরিবর্তন করিব না।

অতঃপর ইহারা যুক্তি দাঁড় করাইতেছেন যে খানা-কাবাতো আমাদের অর্থাৎ ঐ সকল মুসলমানদের, যাহাদিগকে কোন কোন আলেম মুসলমান মনে করে এবং কোন কোন আলেম মুসলমান মনে করে না। কিন্তু তাহারা সকলে মিলিয়া আমাদিগকে অমুসলমান সাব্যস্ত করিতেছে। এই জন্য বর্তমানে ইহারা বলিতেছে যে, আমাদের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধীদের তর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের সন্দেহ নাই যে, ওহাবীরা বেরলবীদিগকে মনে করে এইরূপ মোশরেক, যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের বুজুর্গানরা ফতুয়া দিয়া রহিয়াছে যে ইসলামের সহিত ইহাদের দূরতম সম্পর্কও নাই। কিন্তু মোল্লারা রাজনীতি শিখিয়া ফেলিয়াছে। মোল্লারা জানে যে, পৃথিবীর সম্মুখে সব সময় ভিতরের ব্যাপার ফাঁস করা উচিত নয়। অতএব, বর্তমানে বাহ্যতঃ এই কথাই কার্যকরী হইবে যে, আমরা সকলে মিলিয়া আহমদীদিগকে অমুসলমান সাব্যস্ত করিয়াছি। কাজেই খানা-কাবাহ্‌র সহিত অমুসলমানের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? ইহা আল্লাহরই ঘর, যাহা কেবল মুসলমানদের জন্যই নির্দিষ্ট।

কোরআন করীমকে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ব্যাপারটি কি? খানা-কাবাহ আসলে কাহাদের জন্য নির্মাণ করা হইয়াছিল? তখন কোরআন করীম সোচ্চারে আমাদিগকে জানায় যে যে প্রথম গৃহ খোদার ইবাদতের জন্য সমগ্র মানবজাতির জন্য নির্মাণ করা হইয়াছিল উহা মক্কাতেই ছিল এবং ইহাই সেই গৃহ।

অতঃপর কোরআন করীম আমাদিগকে আরও একটি পথ প্রদর্শন করে যখন ইহা বলে:—
নিশ্চয়ই ঐ সকল লোক যাহারা কুফর করিয়াছে ان الذين كفروا ويصدون
عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلنه للناس سواء العا
كف فيه والباد ـ ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم—

তাহারা লোকদিগকে আল্লাহর পথ হইতে এবং মসজিদুল-হারাম হইতে বিরত করিতেছে। মসজিদুল হারাম হইতে বাধাদান করার অর্থ কেবলমাত্র এই নহে যে লোকদিগকে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত পৌঁছাইতে না দেওয়া। মসজিদুল হারামে যাইতেও ইহারা (আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা) আমাদিগকে বাধা দিয়া রাখিয়াছে। মামুলীভাবে ইহার একটি অংশ রহিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে ইহারা উহাতেও বাধা দিয়াছে এবং পরিপূর্ণরূপে ইহারা এই আয়াতকে নিজেদের জন্য প্রযোজ্য করিয়া লইয়াছে। প্রথমে ইহারা আমাদের হজ্ব বন্ধ করিয়া বাধা দিয়াছে এবং বর্তমানে আমাদিগকে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। ইহারা আদেশ দিয়াছে আমরা যেন ঐ দিকে মুখই না করি।

ইহা তোমাদের আদেশ। কিন্তু আমাদের প্রতি খোদার আদেশ এই যে, এই দিকে (অর্থাৎ মসজিদুল হারামের দিকেই) মুখ করিতে হইবে এবং অন্য কোন দিকে মুখ করিবে না। এই বাধাদানকারীদের সম্বন্ধে খোদার আদেশ এই যে, ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام..... ঐ সকল ব্যক্তি যাহার কাফের হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত এই কাজ অন্য কেহ করিতে পারে না। ইহারা আল্লাহর পথে বাধা দিয়াছে এবং মসজিদুল হারাম হইতে বিরত করিয়াছে, যাহাকে আমরা جعلناه للناس سواء..... সমগ্র মানবজাতির জন্য সমভাবে বানাইয়াছিলাম, তাহারা মসজিদুল হারামের নিকটেই বসবাসকারী হউক, অথবা উহাতে অবস্থিত থাকুক, অথবা তাহারা মরুবাসী হউক, অথবা তাহারা বিজন মরুভূমিতেই বসবাস করুক না কেন।

এইখানেও দুইটি বিষয় দৈহিক এবং আত্মিক—একই সাথে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহারা তথায় অবস্থিত এবং তথায় দৈহিকভাবে পৌঁছিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেও বাধা দেওয়ার অধিকার নাই এবং যাহারা দূরে বসিয়া থাকিয়া এই মসজিদের সহিত সম্পর্কের অভিব্যক্তি করিতেছে—তাহাদিগকেও বাধা দেওয়ার অধিকার নাই। উভয়ের জন্য ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব, মসজিদুল হারামের সহিত সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে আহমদী-দিগকে কোরআনের এই অর্থের সকল অর্থে বাধা দান করা হইতেছে। কিন্তু খোদা বলেন, ومن يرد فيه بإلحاد بظلم পুনরায় ঐ জুলুম শব্দটিরই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে যে যাহারা নিজেদের মানসিক বক্রতা আত্মিক বক্রতার দরুন এই কাজ করিবে এবং জুলুমের পথ অবলম্বন করিবে, نذقه من عذاب اليم আমরা তাহাদিগকে বেদনাদায়ক আযাবে নিপতিত করিব।

অতএব, আজ পাকিস্তানে ওহাবীয়াতকে প্রবর্তন করার জন্য যে যুদ্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে, অথবা কয়েক বৎসর পূর্বে আরম্ভ করা হইয়াছে, উহা এইদিক হইতে নিজের পরিণতিতে পৌঁছিতেছে যে ধীরে ধীরে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এক দিকে সরাইয়া লইয়া যাইতেছেন এবং আমাদিগকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অন্য দিকে দাঁড় করাইয়া দিতেছেন। যাহারা আমাদিগকে একটি ফেরকা বানাইয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাদিগকে কোরআনের আয়াত খোলাখুলিভাবে বলিয়া দিতেছে যে, এখন তোমাদের এবং আহমদীদের ঝগড়া-বিরোধ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন তোমাদের সহিত আমার (খোদার) ঝগড়া-বিরোধ চলিবে। আমার কোরআন তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হইয়া গিয়াছে। তোমরা সব কিছু হইতে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বাধা দিয়াছ। ঐ সকল বিষয় যাহা কোরআনের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজাতির জন্য ফরজ ছিল এবং তাহাদিগকে এইগুলি হইতে বাধা প্রদান করার কাহারো অধিকার ছিল না, তোমরা নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধবাদীগণের সমর্থনে ঐ সকল অস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছ, যাহা

বিরুদ্ধবাদীরা সত্যের জন্য উৎসর্গকারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়া থাকিত এবং তোমরা ঐ সকল বিষয়ে বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, যাহা করিতে আমি (খোদা) আদেশ দান করিয়াছিলাম এবং কেবলমাত্র একটি জাতিকে ও একটি ধর্মকে আদেশ দান করা হয় নাই বরং সমগ্র মানবজাতিকে খোদার ঐ প্রথম গৃহের দিকে আমি আহবান জানাইয়াছিলাম। 'আলেমুল গায়েব ওয়াশ্‌ শাহাদাহ্‌' (দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে যিনি জ্ঞাত) এবং সর্বশক্তিমান খোদা আহবান জানাইয়াছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম মানব জাতির ইবাদতের জন্য সার্বজনীন রূপে ও অভিন্নভাবে ঐ গৃহ নির্মাণ করার আদেশ দান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে মানবজাতির ক্রমোন্নতি ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। ঐ একটি গৃহ সমগ্র মানবজাতির মধ্যে প্রারম্ভে সার্বজনীন ছিল। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতিকে সুসংবাদ দান করা হইল যে, ঐ গৃহকেই অবশেষে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মিলনকেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং খোদার প্রথম ও শেষ হওয়ার এক মহান প্রকাশ হইল এই যে, যেইভাবে প্রারম্ভে বাইতুল্লাহ্‌র সূচনা হইয়াছিল, সেইভাবে সমাপ্তিতেও সমগ্র মানবজাতির সম্মিলিত ইবাদত-গৃহরূপে এখানেই ব্যবস্থা হইতেছে। অতএব তোমরা উহারও বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ এবং মানবজাতিকে ঐ অধিকার হইতে বাধা প্রদান করিয়াছ, যাহা আমরা (খোদা) তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম। সুতরাং এখনতো আমার (খোদার) ও তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইবে। এখন আহমদীদের ও তোমাদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদতো শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব যখন তাহারা খোদাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে এবং খোদার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া বসিয়াছে, ইহার পরিণাম খোদা জানেন এবং তাহারা জানে। আমারতো বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ ঘটনাই স্মরণ হইতেছে, যাহা মক্কায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিতামহের (দাদা) সহিত ঘটিয়াছিল।

যখন আব্রাহা ইয়ামনের গভর্ণর ছিল, তখন সে খানা-কাবার মোকাবেলায় একটি উপসনালয় নির্মাণ করিয়াছিল। কোন একজন আরববাসী অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করিয়া উহাকে নোংরা করিয়া দিয়াছিল। উহাতে আব্রাহা ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ৬০ হাজার সশস্ত্র সৈন্য লইয়া খানা-কাবা অবরোধ করিল। এই সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত এবং বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় মক্কাবাসীরা এত দুর্বল ছিল যে, এই সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় খানা কাবাকে হেফাজত করার মত অবস্থা এবং কোন পথ তাহাদের ছিল না। তখন আরব সর্দারেরা একত্রিত হইল এবং শলা-পরামর্শ করিল এবং চিন্তা করিল যে, আবদুল মোত্তালেবকে আমাদের নিকট সবচাইতে অধিক যোগ্য, সবচাইতে অধিক সম্মানিত এবং সবচাইতে অধিক নেতৃত্বদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। যদি তাহাকে আমরা দূত করিয়া প্রেরণ করি, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আব্রাহার হৃদয় কোমল হইয়া যাইবে এবং সে খানা কাবাকে বিধ্বস্ত করার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারে। বস্তুতঃ তাহারা আবদুল মোত্তালেবকে মক্কাবাসীদের এবং আরববাসীদের দূত বানাইয়া আব্রাহার নিকট প্রেরণ করিল। আব্রাহার সেনাবাহিনী কিছু দূরে শিবিরে অবস্থান করিতেছিল।

আব্রাহা তাঁহার চেহারা, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা এবং সমঝদারীতে অসাধারণ-রূপে প্রভাবান্বিত হইল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তাহার হৃদয় তাঁহার জন্য কোমল হইয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ যেহেতু সে (ইথোপিয়ার সম্রাট) একজন বড় জালেম বাদশাহ ছিল এবং গভর্নর ছিল বাদশাহের প্রতিনিধি (অর্থাৎ আব্রাহা এবং আব্রাহা নিজেও স্বীয় এলাকায় বাদশাহই ছিল, অতএব তাহার নিজ সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে সরিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না যে, আক্রমণ করিতে আসিয়া অকস্মাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহার রাজকীয় ভাব-ভঙ্গী ছিল। সে আবদুল মোত্তালেবকে এইরূপ একটি কথা বলিল, যাহার ফলশ্রুতিতে নিজেই নিজের হাত বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহার প্রতিজ্ঞা পালনের বাহানা কার্যতঃ এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিল যে যদি হযরত আবদুল মোত্তালেব তাহার নিকট এই দাবী করিতেন যে খানা-কাবা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া নাও, তাহা হইলে যেহেতু সে কথা দিয়া বসিয়াছিল অতএব তাহাকে অনিবার্য্যভাবে সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া নিতে হইত। যেমন কিনা আমি বর্ণনা করিয়াছি আবদুল মোত্তালেব সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা আব্রাহা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আব্রাহা এই কথা ভাবিয়াই কথা দিয়াছিল যে, ইনি আমার নিকট প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন, কাজেই ইনি আমাকে ইহাই বলিবেন যে আপনি আমাকে কথা দিয়াছেন এবং যে কোন কিছু চাহিবার অধিকার দান করিয়াছেন, অতএব আমি বলিতেছি যে, আক্রমণ বন্ধ করুন এবং ফিরিয়া চলিয়া যান। বাহ্যতঃ ঐ গভর্নরের এই অভিপ্রায়ই ছিল বলিয়া মনে হয় এবং ইতিহাস আমাদিগকে বলে যে, আব্রাহা হযরত আবদুল মোত্তালেবকে দেখার পর এবং কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত কথা বলার পর সে এই কথাই বলিল যে, হে আবদুল মোত্তালেব! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট এবং তোমাকে অধিকার প্রদান করিতেছি যে আমার নিকট তোমার মনের কথা বল এবং যাহা কিছু আমার নিকট চাহিবার চাও। আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন যে, আমারতো অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। তোমার কাফেলার লোকেরা আমার একশত উট চুরি করিয়া আনিয়াছে। আমার একশত উট তো ফেরৎ দিয়া দাও।

আব্রাহার হৃদয়ে আবদুল মোত্তালেব সম্বন্ধে যত উত্তম ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহার সব ধারণা দূর হইয়া গেল। বরং সে ভয়ংকর ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল। সে বলিল যে দেখিতে এত উত্তম ব্যক্তি এত হীন ও নীচ্ কি করিয়া হইতে পারে যে, খানা কাবার উপর আক্রমণ করা হইতেছে এবং জাতি তাহাকে প্রতিনিধি করিয়া প্রেরণ করিয়াছে এবং সে এখানে আসার পর আমি তাহাকে বলিলাম যে যাহা কিছু আমার নিকট চাহিবার আছে চাও, আমি তোমাকে উহা নিশ্চয়ই দান করিব। কিন্তু সে খানা-কাবাকে আমার আক্রমণ হইতে রক্ষা করার পরিবর্ত্তে আমার নিকট তাহার উট চাহিতেছে। অত্যন্ত ঘৃণা ও তাচ্ছিলভরে সে কহিল যে ইহাই তোমার দৌড় এবং ইহাই তোমার বুদ্ধির

ঘর? তুমি নিজের একশত উট চাহিতেছ এবং খানা-কাবার কথা উল্লেখও করিলে না? তিনি বলিলেন, হে বাদশাহ! আমিতো এতটুকু জানি যে আমি এই উটগুলির 'রাব' (প্রভু) এবং আমি এইগুলির ব্যাপারে চিন্তিত, যাহাদের আমি রাব'। খোদার কসম, খানা-কাবারও একজন 'রাব' রহিয়াছেন। তিনি জানেন, কিভাবে তিনি নিজ গৃহের মেফাজত করিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং খানা-কাবার 'রাব্ব' অতঃপর ঐ আত্মমর্যাদার নমুনা প্রদর্শন করেন যে, চিরকালের জন্য ইতিহাসে আব্রাহার নাম এবং তাহার সেনাবাহিনীর নাম ঐ সকল মৃত ব্যক্তিদের সারিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যাহাদিগকে আসমানী আযাব চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাহাদিগকে মৃতের সারিতে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল এবং তাহাদের উপর ঝাঁকুনি দিয়া মাংস ভক্ষণকারী জন্তু আপতিত হইয়াছিল। উহারা তাহাদিগকে পাথরের উপর আছড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছিল এবং ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। এইভাবে ষাট হাজার ঐ সেনাবাহিনী নিজেদের আঞ্জামে (শেষ পরিনতিতে) পৌঁছিয়াছিল।

অতএব ইহারা (অর্থাৎ পাকিস্তানের আহমদীয়াত বিরোধী মৌলবীরা ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীরা) কি হস্তি বাহিনীর ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নহে? ইহারা কি জানে না যে আমরা খোদার ইবাদত করি এবং তাঁহার নামে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ভালবাসায় আমরা মসজিদ সমূহ নির্মাণ করিয়াছি? আমরা কি এবং আমাদের ক্ষমতাই বা কি? তিনিই সকল গৃহের রাব' এবং প্রত্যেকটি গৃহ, যাহা আমরা তাঁহার ইবাদতের জন্য নির্মাণ করি, তিনি উহাদের খোদা। সুতরাং ঐ খোদার আত্ম-মর্য্যাদা আজো জিন্দা রহিয়াছে, যাঁহার আত্ম-মর্যাদা ঐ সময় জিন্দা ছিল যখন আবদুল মোত্তালেব আব্রাহাকে তাঁহার (খোদার) আত্ম-মর্য্যাদা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিলেন। আব্রাহা কি বস্তু ছিল? মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তোমাদিগকে চিরকালের জন্য তাঁহার (খোদার) আত্ম-মর্য্যাদা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোরআন আজো তোমাদিগকে চ্যালেঞ্জ করিতেছে এবং আজো তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, এই ব্যাপারে খোদার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিও না এবং খোদার খাতিরে নির্মিত ইবাদতগাহ্‌গুলিকে (মসজিদগুলিকে) আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করিও না।

অতএব আমরা কি এবং আমাদের ক্ষমতাই কি? আমরাতো তোমাদের মোকাবেলায় আব্রাহার মোকাবেলায় মক্কাবাসী কোরাইশদের চাইতেও অনেক বেশী দুর্বল। বরং আব্রাহার মোকাবেলায় সমগ্র আরববাসী ছিল। আমাদের দুর্বলতা তাহাদের চাইতে কয়েকগুন বেশী। কিন্তু, কুরআনের খোদা তোমাদিগকে চ্যালেঞ্জ দিতেছে এবং তোমাদিগকে সাবধান করিতেছে। যদি তোমরা এই পথে এক কদমও সম্মুখে অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমার (খোদার) সহিত তোমাদের মোকাবেলা হইবে এবং যখন আমার সহিত কোন জাতি মোকাবেলা করে তখন তাহারা কেস্‌সা কাহিনীতে পরিণত হইয়া যায় এবং প্রাচীন স্মৃতিকথায় তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। যাহারা খোদা সাজিয়া মানুষকে শাসন করিতেছে, তাহাদিগকে বান্দার দাসত্বে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং কোন কোন সময় শত শত বৎসর ব্যাপী তাহাদিগকে দাসত্বের আযাব সহ্য করিতে হয়।

অতএব, আমি খোদার নামে এবং খোদার কুরআনের নামে এবং খোদার মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি যে, এই জালেমানা কার্য্যকলাপ হইতে বিরত হইয়া যাও অন্যথা তোমরা খোদার আযাবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়া যাইবে। আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে হেফাজত করুন।

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ৩২শে জুলাই, ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ :—নাজির আহমদ ভূঁইয়া

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২২শে আগষ্ট '৮৬ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আহ্কাফের নিম্নরূপ শেষ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন ঃ

فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار - بلاغ - فهل يهلك الا القوم الفاسقون ٥

—("অতএব তোমার পূর্বে দৃঢ়সংকল্পশালী) রসুলগণ যেইভাবে ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন সেইভাবে তুমিও ধৈর্য ধারণ কর এবং তাহাদের (অর্থাৎ' বিরুদ্ধবাদীদের) উপর শীঘ্র আযাব আসুক—এ দোওয়া তাহাদের জন্য করিও না ; যেদিন তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুত আযাব দেখিয়া লইবে সেদিন তাহাদের অবস্থা এমনই হইবে যেমন তাহারা যেন এই পৃথিবীতে অতি সল্পকালই বাস করিয়াছিল ; এ কথাটি (ঐ কাফেরদের উদ্দেশ্যে) শুধু উপদেশ স্বরূপই বলা হইল, এবং পাপাচারী জাতি ছাড়া অন্য কাহাকেও ধ্বংস করা হয় না ।"

অতঃপর হুজুর বলেন যে, ১৯২২ইং, ১৯২৩ইং ও ১৯২৪ইং সনগুলি ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য চরম দুঃখবহ যুগ ছিল। ঐ সময়ে মালকানা এলাকায় একটি শুদ্ধি (হিন্দু-ধর্মে দীক্ষিতকরণ) আন্দোলন চালানো হয়েছিল এবং বিপুল সংখ্যক মুসলমান রাজপুতকে এই বলে হিন্দু বানানো হচ্ছিল যে তোমাদের পিতৃপুরুষরাও হিন্দু ছিল, তাদেরকে মুসলমান বাদশাহরা জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়েছিল। সেজন্য তোমাদের আসল মোকাম ও চিরস্থায়ী অবস্থান হলো হিন্দু সমাজে, এবং তোমরা যদি পুনরায় হিন্দু হয়ে যাও, তাহলে তোমরা এমন বহু সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবে যেগুলি পূর্বে ভোগ কর নাই। টাকা-পয়সার প্রোলভনও দেয়া হয় এবং টাকা-পয়সা ব্যায়ও করা হয় এবং কোন কোন জায়গায় বল-প্রয়োগও করা এবং হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই এলাকায় এরূপ সংকীর্ণ ও সংকট জনক অবস্থার সৃষ্টি করা হলো যে বহু মুসলমান বাধ্য হয়ে ঐ চাপের মোকাবিলা করার শক্তি

না থাকায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে আরম্ভ করলো। তখন একমাত্র আহমদীয়া জামাতই সেই অত্যন্ত ভয়াবহ ষড়যন্ত্রটি উদঘাটন করার তওফিক লাভ করলো এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-কে আল্লাহতায়ালা (হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার) সেই শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক পরম সাফল্যমণ্ডিত জেহাদ জারী করার তওফিক দান করলেন।

হুজুর বলেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান উলামার গয়রাতে আঘাত দিয়ে প্রবুদ্ধ করা হলো, তাদেরকে চিঠি-পত্র লিখা হলো; তাদেরকে আঁকুতি-মিনতিও জানানো হলো, তাদেরকে ইসলাম-প্রেমের দোহাই দিয়ে নিজেদের পারস্পরিক মতভেদ পরিহার করার এবং ঐ ভয়াবহ বৈরী আন্দোলনটির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হলো। এবং জামাত আহমদীয়া তখন কেন্দ্রীয় ও চূড়ান্তকার্যকরী ভূমিক পালনের মাধ্যমে এককভাবে হিন্দুদের সেই ভয়াবহ আন্দোলনটিকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল।

হুজুর বলেন, আজ আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি ভারতে পুনরায় এক অত্যন্ত ভয়াবহ শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করা হয়েছে এবং সেই মালকানা এলাকাটিকে বেছে নেয়া হয়েছে। এবার যথা সম্ভব ভারতের কোন কোন চরমপন্থী নেতারা, যাদের মধ্যে আর্য সমাজীরাও পুরোভাগে রয়েছে তারা এ সন্দেহের বশবর্তী হয়েছে যে, জামাত আহমদীয়া যে এই ক্ষেত্রে ইসলামের কার্যকরী অদম্য প্রতিরোধ দিতে পারতো যারা নির্ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কোরবানী পেশ করতে পারতো তাদের অধিকাংশ তো সেখান থেকে হিজরত করে পাকিস্তানে চলে গিয়েছে এবং পাকিস্তানে তারা নিজেরা এমন বিপদাবলীর মধ্যে ব্যাপৃত রয়েছে যে, ভারতভূমে এসে শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার মত তাদের হুঁশও আসতে পারে না। আর ভারতের জামাতগুলির যতদূর সম্পর্ক তাদের ব্যাপারে তারা জানে যে ১৯২২, ২৩ ইং সনে যখন এই শুদ্ধি আন্দোলন হয়েছিল এবং পরে আবার উহার অবসান ঘটেছিল সেই যুগে জামাতের যতখানি শক্তি সামর্থ্য ছিল উহার তুলনায় এখন ভারতে তার শ'ভাগের এক ভাগও নাই। হুজুর (আইঃ) বলেন, এই কারণে তারা উৎসাহ পেয়েছে এবং পাকিস্তানে জামাতের বর্তমান অবস্থাবলী তাদের কিছুটা সাহস যুগিয়েছে। কিন্তু আমি ভারতের ঐ চরমপন্থী আর্য সমাজী এবং অন্যান্য ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের জানিয়ে দিতে চাই যে, কোন মূল্যেও জামাত আহমদীয়া এই জেহাদ থেকে নিবৃত্ত হবে না ইহা সত্বেও যে জামাত আহমদীয়া ভারতে দুর্বল এবং ইহা সত্বেও যে পাকিস্তানে জামাত আহমদীয়া বিরাট সমস্যা ও বিপদাবলীর সম্মুখীন। আমি ভারতে শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছি এবং যতদিন সেখানে এই শুদ্ধি আন্দোলন চলতে থাকবে ততদিন উহার প্রতিরোধ-পতাকা জামাত আহমদীয়ার হাতে উড্ডীন থাকবে।

হুজুর আরও জানান যে, এই সকল লোকের অনুমান এই যে, এ পর্যন্ত তারা সর্বমোট চল্লিশ হাজার রাজপুত মুসলমানকে হিন্দু বানিয়েছে এবং স্বয়ং সরকার তাদের সংখ্যা দশ হাজার বলে স্বীকার করেছেন।

হুজুর বলেন, দু'টি দেশে আমাদেরকে দ্বিমুখী তবলীগি জেহাদ চালাতে হবে। একটি দেশে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ঐ জেহাদে আমরা ব্যাপৃত আছি। প্রকৃত বিষয় এই যে, এবারে উক্ত আন্দোলন দু'টির যদি পরস্পর তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, অনেক দিক থেকে পাকিস্তানে পরিচালিত আন্দোলনটা অধিক জালেমানা এবং অধিক ভয়াবহ। ১৯২৩ইং সালে যে আন্দোলন (মালকানার) চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছিল সেই আন্দোলনটিতে মুসলমানদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না হিন্দু বানানো হতো এবং তারা নিজেরা স্বীকার করে নিতো যে তারা হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মসজিদগুলির হুলিয়া (অবয়ব) পরিবর্তন করা হতো না, তাদের নিকট থেকে তাদের মুসলমান হওয়ার সত্ব ও অধিকারসমূহ কেড়ে নেওয়া হতো না, পবিত্র ইসলাম ধর্মের বেহুরমতি ও অবমাননা করা হতো না, তাদেরকে বলপূর্বক হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার জন্য বাধ্য করা হতো না এই বলে যে, যদি অস্বীকার না কর, তা'হলে তোমাদেরকে রাস্তায় রাস্তায় টেনে-হিচড়িয়ে বেড়ানো হবে।

হুজুর বলেন, পাকিস্তানের পরিচালিত আন্দোলনটা এ যাবতীয় রূপ-রেখায় হিন্দুদের সেই আন্দোলনটির চেয়ে ঢের ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর, এমন কি আজ যে সেখানে (মালকানায়) শুদ্ধি আন্দোলন চালানো হচ্ছে তা থেকেও ভয়ানক।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) এ প্রসঙ্গে মর্দানে কোরবানীর ঈদে সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ করেন, যখন ঈদের নামাযের পরে পরে সকল আহমদীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আহমদীদের মসজিদে সংরক্ষিত সব মূল্যবান আসবার-পত্র লুট করা হয় এবং তারপর মসজিদটিকে শহীদ করে দেয়া হয় এবং পুলিশের উপস্থিতিতে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে।

হুজুর বলেন, পাকিস্তানে ঘটমান এই শুদ্ধি-আন্দোলনটির মোকাবিলা আমরা বড়ই কামিয়াবী ও সফলতার সাথে করে যাচ্ছি। যদি ভারত সরকার মনে করে যে, এত ভীতিপূর্ণ অবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে জামাত আহমদীয়া এমনভাবে আটকা পড়েছে যে আমাদের (হিন্দুদের) এই আন্দোলনটিকে তারা উপেক্ষা করবে, তাহলে তারা যেন স্বপ্ন ও কল্পনার জগত থেকে বের হয়ে আসেন। কোন মূল্যেও ইসলামের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হামলাকে জামাত আহমদীয়া কখনও উপেক্ষা করতে পারে না। যেখানেই ইসলামের উপর কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে সেখানেই প্রথম সাঁড়িতে লড়ার জন্য সদা আহমদীয়া জামাতের খোদ্দাম (যুবকগণ), আনসার (বৃদ্ধগন) এবং প্রয়োজন হলে মহিলারাও সম্মুখে অগ্রসর হবে। সেজন্য আমি ভারতে শুদ্ধি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এক জেহাদ ঘোষণা করছি। তারপর হুজুর পরিশেষে দোওয়ার তাহরীক করেন এবং বলেন যে দোওয়ার ফলশ্রুতিতে খোদাতায়ালার সম্প্রসারিত ফজলের কৃপা বর্ষিত হয়।

হুজুর আরও বলেন, ভারতের জামাতসমূহ যেন কখনও ভীত না হয়। আল্লাহতায়ালা আপনাদেরকে বিজয়ী করবেন, যেমন কিনা ইতিপূর্বে বিজয়ী করেছিলেন। অগ্রসর হোন এবং এই ময়দানে নিজেদের সবকিছু নিয়োজিত করুন এবং দ্বীনে-হক ইসলামের প্রতিরক্ষা ও হেফাজত করুন, এ উদ্দেশ্যেই আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(রাবওয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক "আনসারুল্লাহ", সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ইং সংখ্যা)

অনুবাদ ঃ মোঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

(২)

[২৯শে আগষ্ট '৮৬ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার 'আল্লাহু ওয়ালারা' (খোদাভক্ত বান্দারা) সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে এসেছেন, আজও তদ্রূপই হবে।

আমাদের কাজ হলো সবর ও ধৈর্য ধারণ করা এবং দোওয়ায় ব্যাপৃত থাকা।

তাশাহুদ, তায়াওউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন, বিগত জুময়ায় আমি মর্দানে সংঘটিত ঘটনার উল্লেখ করেছিলাম যে কিভাবে মুসলমান নামধারী কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী মোল্লারা সরকারী অফিসার এবং পুলিশের সহযোগিতায় মর্দানের আহমদীয়া মসজিদটিকে বিধ্বস্ত করে এবং ঈদের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে আগত সকল মুসল্লী (আহমদী)-কে গ্রেফতার করে ভেগেন ভর্তি করে নিয়ে হাজতে দেয়। যখন মসজিদ খালি হয়ে গেলো তখন তারা মসজিদের উপর চড়াও করলো এবং প্রতিবার যখন তারা চড়াও হতো তখন না'রা তকবীর এবং 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করতো অর্থাৎ তারা বলতো যে, 'হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদতগৃহটিকে বিধ্বস্ত করছি।' হুজুর বলেন, এ কোন্ আল্লাহ ছিল যার নামে তারা এ গর্হিত কাজ করছিল? সে তো মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আল্লাহ নয়। মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) তো অন্যদের ইবাদত-গৃহের হেফাজত করার শিক্ষা দিয়েছেন।

হুজুর বলেন, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে অমুক ব্যক্তি আযান দিয়েছে, অমুক ব্যক্তি রীতিমত নামায পড়ছিল, এবং (জামাতের) মুরুব্বী সাহেব সম্বন্ধে অভিযোগ লিখা হয় এই যে তিনি কুরআন শরীফের দরসও দিয়েছিলেন। আর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়েছে যে, তার কাছ থেকে "বিসমিল্লাহ" হস্তগত হয়েছে। হুজুর বলেন, গোটাজাতি আফিম আমদানী-রপ্তানী করছে, দুনিয়া-জাহানের পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত ও আপাদমস্তক নিমজ্জিত আছে, সকল প্রশাসনিক বিভাগ লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে পড়েছে এবং এই যাবতীয় পাপ এবং এই সমস্ত অপরাধবৃত্তির কারণে সমগ্র জাতির অঙ্গ ব্যথায় মূহ্যমান কিন্তু এ সব পাপ ও অপরাধের জন্য মোল্লার ইসলাম কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। শুধু এ কথার জন্যই তাদের ভ্রুক্ষেপ যে অমুকের নিকট থেকে যেন "বিসমিল্লাহ" হস্তগত না হয়, অমুক যেন তেলাওয়াত না করে!!

হুজুর বলেন, ঘটনার সম্বন্ধে প্রাপ্ত আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী অত্যন্ত ভয়ানক সংবাদ পাওয়া গেছে এই যে মসজিদে যতগুলি কুরআন করীম ছিল সেগুলিকে তারা বের করে নর্দমার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, সেগুলিকে ছিঁড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে এবং সেগুলির উপর প্রস্রাব করেছে। আর এ সবকিছু করার সময়ে তারা না'রা তকবীর এবং 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' ধ্বনি উত্থাপন করেছে। হুজুর বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান

প্রেসিডেন্ট এবং তার 'সিংহ'দের দুঃশাসনকাল ছাড়া আর কখনও জাতির উপর এমন দুর্ভাগ্যজনক দিন আসে নাই। এই কলঙ্কের টিকা কিয়ামতকাল অবধি এদের এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের কপালে বিরাজ করবে এবং ইতিহাস তাদের উপর লানত ও অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকবে এই বলে যে, ইসলামের এই দুর্গতি ঘটাবার জন্য একটি সামরিক স্বৈরাচারী সরকার অভ্যুত্থান করেছিল যারা জাতিকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে ভিড়িয়েছে। তারপর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত ঘটনাটি প্রকাশ্যে দেখেও মর্দানের আত্মমর্যাদাভিমানী পাঠানদের মধ্যে গয়রতের উদ্রেক হয় নাই যে—এ সব কি ঘটছে! কেউ এ কথা বললো না যে, এদেরকে পাকড়াও করা হোক অথবা জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং এই বেহায়াপনা থেকে বারণ করা হোক যে ইসলামের নামে এলোকগুলি বিশ্ব-জগতের পবিত্রতম ও মুকুটতুল্য সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবের এরূপ নির্লজ্জ ভাবে অবমাননা ও বেহুরমতি করেছে, শুধু এজন্য যে, জামাতে আহমদীয়ার মসজিদ থেকে এ সব কুরআনের কপি পাওয়া গেছে এবং এই সব কিছু ইসলামের নামে করা হচ্ছে!

হুজুর বলেন, অনুরূপ পরিস্থিতি ভারতে সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভারতে পাকিস্তানের এ সব কীর্তিকলাপে খুবই প্রশ্রয় ও প্ররোচনা যুগিয়েছে। পূর্বে যখন মুসলিম দেশগুলি প্রতিবাদ জানাতো তখন ভারতের দৃষ্টিতে সে সব প্রতিবাদের কিছুটা মূল্য দেওয়া হতো কিন্তু এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কোন মৌলবীর কানে সুরসুরি পর্যন্ত জাগলো না। হুজুর বলেন, যদি এ শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে কোন মুসলিম দেশ তাদের নিকট প্রতিবাদ জানায় তা'হলে তারা উত্তর দিতে পারে যে পাকিস্তান যে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ ইসলামী দেশ সেখানে কি ঘটছে? সেখানে যে জোরপূর্বক মুসলমানদেরকে অমুসলিম বানানো হচ্ছেন সেজন্য আমরা (হিন্দুরা) যদি অনুরূপ (অর্থাৎ মুসলমানদের হিন্দু বানাবার কাজ) করি তা'হলে তাতে আমরা কি বা অপরাধ করে ফেললাম? হুজুর বলেন, পাকিস্তান এবং ভারত সরকারের মধ্যে পার্থক্য এটুকু যে, ভারত সরকার ভদ্র। প্রকাশ্যভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ (Interfere) করে না। কিন্তু পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে ধর্ম-মন্ত্রী ঘোষণা দিচ্ছে যে, এদেরকে (আহমদী মুসলমান) মারো, এদেরকে নির্যাতন-উৎপীড়নের দ্বারা অতিষ্ঠ করে তুলো। হুজুর বলেন, সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী এগারজন আহমদী যারা উল্লেখিত অভিযোগে হাজতে আছেন, তাদের এসকল (অবান্তর ও হাস্যকর) অপরাধকে সরকার এত ভয়ানক দৃষ্টিতে দেখছেন যে একজন উকিল যখন তাদের সহিত দেখা করার চেষ্টা করলেন তখন তাঁকে এই বলে অস্বীকৃতি জানানো হলো যে, এরা সঙ্গীন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত, কাজেই আমরা এদেরকে উকিলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিব না। সুতরাং যখন তারা (হাজতবন্দী আহমদীরা) প্রতিবাদ জানালেন তখন সে প্রতিবাদের কারণে তাদের সহিত এই ব্যবহার করা হচ্ছে যে, তাদেরকে—ছয় ছয়জন ব্যক্তিকে দৈনিক সকালে সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্ধ করে রেখে দেয়া হয় এবং রাত্রিতে বের করা হয়। হুজুর বলেন, এগুলি হলো ঐ দেশটির অবস্থা, যেখানে

এ সব কিছু ঘটছে কিন্তু আহমদীরা যখন অন্যান্য দেশে এসব অবস্থা বিশ্বকে জানায় তখন তারা (পাকিস্তান সরকার ও মোল্লারা) বলে যে, এরা দেশের শত্রু। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এরা প্রপাগাণ্ডা করে। এবং এ বিষয়টিকেই কেন্দ্র করে আমার সম্বন্ধে পাকিস্তানের পত্রিকাগুলিতে এ দাবী জানানো হচ্ছে যে, একে ফাঁসি দেয়া হোক। কেননা সে দেশের বিরুদ্ধে বাইরে প্রপাগাণ্ডা করছে।

হুজুর বলেন, এহেন ঘটনাবলী ও পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন আহমদীদেরকে ব্যাথিত হতে হয়, অন্যদিকে আল্লাহতায়ালার অজস্র ফজল ও রহমতের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাদের হৃদয় তাঁর শোকর-গোজারীতে ভরে যায়। হুজুর এ প্রসঙ্গে বিগত বছর কালে আল্লাহতায়ালা জামাতকে যে দু'শ'টি নুতন মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করেছেন তা উল্লেখ করে বলেন, যখন পাকিস্তানে উক্ত সংবাদ পৌঁছলো তখন সেখানকার পত্র-পত্রিকায় শোর উঠলো যে, জুলুমের একশেষ যে আহমদীরা এতগুলি মসজিদ নির্মাণ করে ফেললো! অতএব, তারা (পাকিস্তান সরকার ও মোল্লারা) প্রতিকার ব্যবস্থা স্বরূপ এ পথ বের করেছেন যে আহমদীদের মসজিদ ভেঙ্গে দাও। হুজুর বলেন, তাদের এই ক্রোধ আমাদের উপরে নয় বরং খোদার উপরে তাদের ক্রোধ এ জন্য যে কেন খোদাতায়ালার ফজল আহমদীদের উপর বর্ষিত হয়েছে?

হুজুর (আইঃ) জামাতকে উপদেশ দান করে বলেন যে, এ সকল অবস্থায় আমাদের কর্তব্য হলো সব্‌র ও ধৈর্য্য ধারন করা, দোওয়ায় ব্যপৃত থাকা এবং এ বিষয়টিকে খোদা-তায়ালার উপর ছেড়ে দেওয়া। হুজুর এ প্রসঙ্গে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যে অসংখ্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয় উহার উল্লেখ করে বলেন যে, ঐ সব দুঃখ-নির্যাতন চলা কালে আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ তলকীন ও তাকিদই করেন যে তুমি অনুরূপভাবে সব্‌র ও ধৈর্য্য ধর যেভাবে তোমার পূর্ববর্তী দৃঢ়সংকল্পশালী নবীগণ সব্‌র ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। হুজুর প্রারম্ভে উল্লেখিত কুরআনি আয়াতটির তফসীর বর্ণনা করে বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তো প্রতিটি চারিত্রিক গুণে প্রত্যেক নবীকে এত বেশী ছাড়িয়ে গেছেন যে, অন্য কোন নবী সেই অত্যুচ্চ মোকামকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তা সত্বেও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ আদেশ কেন দেয়া হলো? হুজুর (আইঃ) বলেন, এর এ ছাড়া অন্য কোন অর্থ নয় যে হে মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)! এমনিতো প্রত্যেক নবীই ধৈর্য্যের ময়দানে দৃঢ়সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু তুমি দৃঢ়সংকল্প ও ধৈর্য্যের ক্ষেত্রে তাদেরকে ছাড়িয়ে সামনে অগ্রসর হও এবং এর মধ্যে অনুপম দীপ্তি সৃষ্টি কর। হুজুর বলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের দুঃখ দেখার ছিল, ইহা আমাদের জন্য মুকদ্দর (অবধারিত) ছিল। অতএব আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন হুজুর আকরাম (সাঃ)-এর ন্যায় ক্রমাগত দুঃখ সয়ে সব্‌র করি, ধৈর্য্য ধারণ করি, এবং ধৈর্য্যের আঁচল আমাদের হাত থেকে যেন কখনও স্খলিত না হয়। যদি আমরা তদ্রূপ

করি এবং নিশ্চয় আমরা তাই করছি, তাহলে আপনারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ্-তায়ালা যেভাবে তাঁকে সবরের অত্যন্ত সুমিষ্টি ফল দান করেছিলেন, জামাত আহমদীয়াকেও তাঁর গোলামীর বরকতে সুফল দান করবেন।

হুজুর (আইঃ) হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর কবিতার এ দু'টি লাইন পাঠ করেন :

تم دیکھو گے کہ انہیں میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے
با دل ا فات و مصا ئب لے چلتے ہیں تو چلنے دو

(অর্থাৎ তোমরা এদের মধ্য থেকেই আন্তরিকতা ও প্রেমের বিন্দু-ধারা ঝরতে দেখবে। দুঃখ-বেদনা ও বিপদাবলবী যদি ছেয়ে পড়ে তা ছাইতে দাও॥"—অনুবাদক) এবং বলেন যে, পূর্বেও অনুরূপ ভয়ানক যুগ অতিবাহিত হয়েছে এবং পূর্বেও তদ্রূপ সুফল ঘটে এসেছে কিন্তু এই সকল ভয়াবহ ঘনঘটা যে রক্ত ঝরাচ্ছে, আপনাদের সব্‌র সেগুলির উপর প্রাধান্য লাভ করবে, বিজয়ী হবে এবং আপনাদের আহাজারী তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাবে এবং এই রক্ত বর্ষণকারী ঘনঘটা রহমতবর্ষণকারী বারিধারায় পরিবর্তিত হবে। হুজুর বড়ই জালালের সহিত তাজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, এই জামাত মুছে যাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ সেই জামাত, যাদের স্বভাবের মধ্যে অকৃতকার্যতার আমেজ নাই। আমরা পৃথিবীময় ছড়াবো, এবং ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকবে, এ দেশেও যেখানে আজ আমরা বসে আছি এবং যেখানে আমাদের কোন শক্তি-সামর্থ্য বা মর্যাদা (Position) নাই। কোন জাতির ভয় এবং নৈরাশ্যকে নিজেদের কাছেও ভিড়তে দিবেন না।

হুজুর বলেন, বিগত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে! অতএব আপনাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে এমন সন্দেহ-সংশয় কি বা থাকতে পারে? এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার আল্লাহ্-ওয়ালারা (খোদা-ভক্ত বান্দারা) সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে এসেছে এবং খোদায়ী জামাত এবং তকদীরসমূহ সদাসর্বদায় বিজয় লাভ করেছে। আপনাদের তকদীরে বিজয় ও কৃতকার্যতা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, যে বিজয় ও সাফল্য চিরকালই খোদাতায়ালার পবিত্র নবীদের এবং তাদের জামাতসমূহের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

খোৎবা সানিয়াতে হুজুর (আইঃ) সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর কন্যা সাহেবজাদী আমাতুল হামীদ বেগম সাহেবার নামায জানাযা গায়েব পড়াবার ঘোষণা করেন, যা জুম্মা ও আসরের নামায জমা আদায়ের পর পড়ান।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'আল নসর, ২৬শে সেপ্টেম্বর, '৮৬ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**

২৩ তম ইংল্যাণ্ড সালানা জলসা উপলক্ষে হযরত ইমাম, জামাতে আহমদীয়া (আইঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণসমূহ ঃ

অন্ধকারভেদী উজ্জল নিদর্শনাবলী এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারাভিযানের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ ঃ

উদ্বোধনী ভাষণ (সারসংক্ষেপ) ঃ

ইসলামাবাদ (ইংল্যান্ড), ২৫শে জুলাই '৮৬ইং—তাশাহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) নিম্নরূপ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন ঃ

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ○

(অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের জন্য কোন ভয়-ভীতি নাই এবং তারা ভীত ও দুঃখিতও হবে না।" —অনুবাদক)।

তারপর হুজুর (আইঃ) বলেন ঃ ইহা আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করম যে দুনিয়ার প্রান্ত প্রান্ত থেকে আল্লাহতায়ালার প্রেমিকরা এবং তাঁর রসুল (সাঃ)-এর প্রেমিকরা তাঁদের প্রেম সম্ভার নিজেদের বক্ষে সাজিয়ে এখানে এসে আজ একত্রিত হয়েছেন। ঐ সকল দেশ থেকেও এসেছেন যেগুলি প্রাচ্যের শেষ প্রান্ত, এবং ঐ সব দেশ থেকেও এসেছেন যেগুলি পাশ্চাত্যের কিনারা বলে আখ্যাত, এবং যে সকল দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী সীমারেখা টানাও দুষ্কর সেখান থেকেও আল্লাহতায়ালার যিকিরের উদ্দেশ্যে এসেছেন। এমনি ধারায় সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী—' আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিব'—বড়ই শানের সহিত পূর্ণ হচ্ছে।

হুজুর বলেন, সকল আগন্তুকদের সফর সচ্ছন্দে অতিবাহিত হয় এবং তাদের দেশের সরকাররা তাদের সহিত সহযোগিতা করেন এবং ইংল্যান্ডের সরকারও অত্যন্ত সহযোগিতা করেছেন, কিন্তু একটি দেশ পাকিস্তান যা কি-না ইসলামের নামে কায়েম হয়েছিল এবং যা কি-না কোন অঞ্চল ভিত্তিক নবীর আনুগত্যের দাবীদার নয় বরং 'রহমতুল্লিল আলামীন' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামীর দাবীদার, সেখানকার সরকার আহমদীদেরকে সর্বপ্রকারে উত্যক্ত ও সন্ত্রস্ত করার প্রয়াস পেয়েছে। সেখানকার শাসকেরা এতটুকুও উদারতার পরিচয় দিতে পারলো না যতটুকু উদারতা অমুসলিমেরা দেখিয়েছেন। সুতরাং বহু আহমদীর জলসায় আসার পথ রোধ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক (৩০ জন) পাকিস্তানের কারাগারে আবদ্ধ রয়েছেন। হুজুর বলেন, যখন আমি বলি যে পাকিস্তানে আহমদীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে তখন এর অর্থ এ নয় যে পাকিস্তানের নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর জনগণ অত্যাচারী, বরং সেখানকার সরকার জালেম। অন্যথায় পাকিস্তানী জনগণতো নিজেরা জুলুম-অত্যাচারের শিকার। এরপর হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের মিথ্যা প্রপাগান্ডা সত্বেও পাকিস্তানের জনগণ এবং বহির্জগতের সরকার সমূহ আল্লাহ-তায়ালার ফজলে সেই প্রপাগান্ডাকে রদ করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের বড় বড় সম্মানিত শাসকবর্গ আহমদীয়া জামাতের খেদমত ও অবদান সমূহের অতি উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এবং যেখানেই জুলুম-অত্যাচারের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে সেখানে "ভাড়াকৃত বুজুর্গদের" দ্বারা ঘটানো হচ্ছে।

হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়ার উপর যে দোষারোপ করা হচ্ছে যে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করছে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা এবং জামাত আহমদীয়ার শিক্ষা বিরোধীও। হুজুর বলেন, জামাতকে বার বার এ উপদেশই দান করা হয় যে তাঁরা যেন

তাদের বিরুদ্ধে বদ দোওয়াও না করেন, বরং তাদের মঙ্গলের জন্য দোওয়া করতে থাকেন। কেননা পাকিস্তান থেকে বাহিরজগতে যে জামাত আহমদীয়া কর্তৃক হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর দ্বীন বিস্তার লাভ করেছে, তা পাকিস্তানের অধিবাসী আহমদী দেওয়ানাদেরই কীর্তি। হুজুর বলেন, অদ্ভুত ব্যাপার যে, পাকিস্তানী সংবাদপত্রগুলিতে আহমদীদের উপর জুলুম-নির্যাতনের বৃত্তান্ত ও বিবরণ সমূহ প্রকাশিত হয় এবং সেজন্য ঐ সকল সংবাদ-পত্র সরকারের প্রীতিও লাভ করে থাকে কিন্তু, আমরা যখন হুবহু ঐ সকল ঘটনাই দুনিয়ার সামনে তুলে ধরি তখন এটাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা বলে অভিহিত করা হয়। হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়ার দুর্নাম করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার নিতান্ত মিথ্যা প্রপাগান্ডা করেছে এবং অত্যন্ত বিদ্বেষমূলকভাবে এ জামাতকে ইসলামের শত্রু বলে আখ্যায়িত করেছে কিন্তু, এর জওয়াব দেওয়ার আমাদের প্রয়োজন নাই বরং খোদাতায়ালার ফেরেস্তারা স্বয়ং এর জওয়াব দিচ্ছে এবং আজ জামাত আহমদীয়া আল্লাহ-তায়ালার ফজলে দু'বছর পূর্বের চাইতেও বহুগুণ সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং প্রতিটি দেশে জামাতের পক্ষে আওয়াজ উঠতে আরম্ভ করেছে! সেই সঙ্গে জামাত আহমদীয়া কর্তৃক পরি-চালিত ইসলামের প্রচার-ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা বহুগুন বর্ধিত সফলতার সহিত সারাবিশ্বে কার্যকরি হয়ে চলেছে।

উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করে হুজুর (আইঃ) ঘটনাবলী বর্ণনা করেন এবং জামাতের বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও প্রচার মূলক কর্ম-কাণ্ডের উল্লেখ করেন, কিভাবে যে এই জামাত মানব-হৃদয়ে এক রুহানী বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে ঘানার পূর্বাঞ্চলীয় একজন খ্রীষ্টান পাদ্রী সাহেবের ঘটনা উল্লেখ করেন, যিনি আহমদীয়াত কবুল করেন, তারপর তিনি গির্জাকে খোদতায়ালার ইবাদতের উদ্দেশ্যে জামাতের নিকট পেশ করেন। তেমনি-ভাবে আর একজন ভ্রাতার কথা উল্লেখ করেন যিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী এবং সেই অঞ্চলে কুখ্যাত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করলেন তখন তাঁর মধ্যে এমন রুহানী বিপ্লবের সৃষ্টি হলো যে তিনি আজ নিজ অঞ্চলে একজন সুচরিত্রবান সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন।

পরিশেষে হুজুর দোওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলেন, পাকিস্তানের মজলুম আহমদী এবং সকল শ্রেণীর অত্যাচারিতদের জন্য দোওয়া করুন, যেন আল্লাহতায়ালা তাদেরকে জুলুম ও বর্বরতার কবল থেকে মুক্ত করেন এবং এরূপ সরকার থেকে মুক্তি দান করেন যারা ইসলামের কলঙ্ক ও দুর্নামের কারণ ঘটাচ্ছে। সেই সঙ্গে হুজুর সারা বিশ্বের মজলুমদের জন্য এবং আহমদীয়াতের নিষ্কণ্টক ও উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য দোওয়ার তাহরীক করেন। হুজুর বলেন, ক্রমাগত দোওয়ার দ্বারা খোদাতায়ালার সাহায্য কামনা করুন, যেন আল্লাহ-তায়ালা আহমদীয়াতকে দুনিয়ার মজলুমদের জন্য পরিত্রাণের কারণ করেন। ইংল্যাণ্ডের আহমদীদের জন্যও দোওয়ার তাহরীক করেন যাঁরা প্রাণবন্ত পরিশ্রম সহকারে ইসলামাবাদ-সেন্টারটিতে জলসার আয়োজনের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। হুজুর প্রায় সোয়া ঘন্টা ব্যাপী বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে হুজুর ইজতেমায়ী দোওয়া করান।

সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসের ভাষণ ঃ (সারসংক্ষেপ)

আজকের ভাষণের শিরোনাম সম্বন্ধে যখন আমি চিন্তা করলাম তখন দুটি শিরোনাম সামনে আসলো। একটি হলো (হযরত মসীহ মওউদ আঃ-এর কবিতার) এ লাইনটি ঃ "এলাহী তেরে ফজলোঁকো করুঁ ইয়াদ" এবং দ্বিতীয়টি হলো এ লাইনটি ঃ "বাহার আয়ি হ্যায় ইস্ ওয়াক্তে খাযাঁমেঁ" (অর্থাৎ—এই শুষ্ক মৌশুমে বসন্তকাল এসেছে)। হুজুর বলেন, পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিয়মে শুষ্ক মৌশুমে বসন্তকাল আসে না কিন্তু ইলাহী ব্যবস্থায় কিছু ভিন্ন নিয়মাবলী আছে, যেগুলির মধ্যে একটি এই যে, শুষ্ককালের মধ্যেই বসন্তকালের উদয় ঘটানো হয়। জামাতের উপর আল্লাহতায়ালার নাজেলকৃত ফজল ও অনুগ্রহরাজীর উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর বলেন, ৪র্থ খেলাফতকাল সূচনার সময়ে ৮০টি দেশে আহমদীয়াত কায়েম ছিল। তখন সংকল্প নেয়া হয়েছিল যে, জুবেলী (আহমদীয়া জামাতের শতবর্ষ পূর্তির) সাল নাগাদ ১০০টি দেশে যেন জামাত কায়েম হয়ে যায়।

আজ যখন জুবেলী সাল আসতে এখনও তিন বছর বাকী আছে, খোদাতায়ালার ফজলে ১০৮টি দেশে আহমদীয়াতের বৃক্ষ রোপিত হয়েছে। "আল-হামদুলিল্লাহে আলা যালেক"। হুজুর ১৯৮৫-৮৬ইং সালে আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত ফজল ও অনুগ্রহরাজী বর্ণনা করে বলেন যে, এ বছরটিতে জগতের ১২টি নতুন দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন জামাতসমূহ স্থাপনের দিক দিয়ে ২৪টি দেশে ২৫৪টি নুতন জামাত কয়েম হয়। ইন্দোনেশিয়াতে একটি গ্রামে মাত্র এক দিনেই ১৬০ জন ব্যক্তি বয়েত করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন। তেমনিভাবে নাইজেরিয়াতে এক দিনে ৬০ জন ব্যক্তি বয়েত করার তওফিক লাভ করেন। অতএব, বিগত বছরের তুলনায় দেড়গুণ বেশী বয়েত অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ তামিরের ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা জামাতকে জগতের বিভিন্ন দেশে ২০০টি নতুন মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করেন। ইউরোপে নতুন মিশন (প্রচার-কেন্দ্র) স্থাপনের উল্লেখ করে হুজুর বলেন যে, ১৯৮৪ইং পর্যন্ত ৭০ বছর সময় কালে জামাত ইউরোপের ৮টি দেশে ১৮টি মিশন স্থাপন করে। কিন্তু বিগত বছরের তীব্র পরীক্ষার যুগটিতে আল্লাহতায়ালা জামাতকে ইউরোপে অতিরিক্ত ৮টি নতুন মিশন স্থাপনের তৌফিক দান করেন। যদি মিশনসমূহের আয়তনের দিকে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে ইংল্যাণ্ডে স্থাপিত একটি মাত্র ইসলামাবাদ-সেন্টারের আয়তনই সকল মিশনের সর্বমোট আয়াতন অপেক্ষাও বৃহৎ। উক্ত বছর কালটিতেই সাহীওয়ালের 'রাহে-মওলা-বন্দী' চৌধুরী ইলিয়াস সাহেব যিনি কানাডায় থাকেন—৮০ একর ভূ-খণ্ড ক্রয় করে কানাডার জামাতকে তোহফা হিসাবে দান করেন। জাযাহুল্লাহতায়ালা।

"দায়ী-ইলাল্লাহ"-দের কর্মতৎপরতার উল্লেখ করে হুজুর বলেন যে, নামায, রোযা, হজ্ব ও জাকাতের ন্যায় তবলীগও প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ। সেজন্য মোবাল্লেগদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা জামাতের অন্যান্য সদস্যদের তবলীগি নেযামের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে

গণ্য হতে পারে না। যেভাবে চাঁদার নিয়মিত হিসাব রাখা হয় তেমনিভাবে প্রতিটি জামাতে "দায়ী ইলাল্লাহ"দেরও নিয়োমিত হিসাব হওয়া উচিত। অতঃপর বলেন যে, বিগত বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জগতব্যাপী ৭৬,২০০ জন এরূপ 'দায়ী ইলাল্লাহ' রয়েছেন যাঁরা নতুন বয়েত করাবার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তারপর তাঁরা নিজেদের কার্যবিবরণী পাঠাতে থাকেন। এ সকল 'দায়ী ইলাল্লাহ'র মধ্যে একজন সৌভাগ্যশালী ডাক্তার সাহেবও আছেন যিনি নাইজেরিয়াতে ২০০ জন (নুতন) আহমদী বানাবার তওফিক লাভ করেন। 'আল হামদুলিল্লাহ আলা যালেক'। আরবদের মধ্যে তবলীগী পরিকল্পনার সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেন যে, দু'বছর পুর্বে ১০০ জন আরবকে আহমদী বানাবার তাহ্‌রীক করা হয়েছিল। সুতরাং এই সংখ্যা এযাবৎ ৯৪ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। নতুন বয়েত সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেন যে, বিগত বছর শুধু ঘানাতেই ৫৪৬টি বয়েত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। টেপ এবং ও-ডি-ও বিভাগের কর্মতৎপরতার উল্লেখ করে হুজুর বলেন যে, বিভিন্ন দেশে ৩৭টি ভাষায় ৫০০টি ক্যাসেটের মাষ্টার-কপি তৈরী করা হয়, সেগুলির আবার সহস্র সহস্র কপি তৈরী করে বিতরণ করা হয়। রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে তবলীগে-ইসলামের উল্লেখ করে বলেন যে, ১১টি দেশে আমাদের প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। এক্ষেত্রে বিগত বছরে হুজুর (আইঃ)-এর নিজেরই ৪৬টি ইন্টারভিউ বিভিন্ন দেশের রেডিও ও টেলিভিশন-কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। শুধু নাইজেরিয়াতেই ৭০ ঘন্টার প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। মোবাল্লেগদের সংখ্যা সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে, পাকিস্তানের বাহিরে বিভিন্ন দেশে ১৮২জন কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ তবলীগের জেহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। সেই সঙ্গে হুজুর বলেন যে, জামাতের নুতন জীবন-ওক্‌ফকারী (ওয়াকেফীন)-দের প্রয়োজন। মুখলেস যুবকগণ এগিয়ে আসুন এবং নিজেদের জীবন দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে ওক্‌ফ করুন। "নুসরত-জাহান লিপ ফরওয়ার্ড স্কীম"-এর কার্য্যবিবরণীর উল্লেখ করে হুজুর বলেন যে, আফ্রিকান দেশগুলিতে জামাত মানব-সেবা ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে সকল হাসপাতাল স্থাপন করেছে সেগুলির সর্ব্বমোট বার্ষিক আয় হলো ৮ কোটি রুপিয়া (অর্থাৎ ১৬ কোটি টাকা —অনুবাদক)। এ সমস্ত আয় আবার সে সকল দেশেই সেবা ও কল্যাণ-কাজে ব্যয় করা হয়। তেমনিভাবে আফ্রিকান দেশগুলিতে ঐ স্কীমের অধীনে ৩১টি সেকেণ্ডারী স্কুলও কাজ করছে। এ স্কুল গুলিতে ৭৩,৮১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছে। আর্থিক কোরবাণীর ক্ষেত্রে জামাতের উন্নতমান ও উত্তম নমুনার উল্লেখ করে বলেন যে খোদাতায়ালার ফজলে বর্তমানে জামাতের বার্ষিক বাজেট ২১ কোটি ৯০ লক্ষ রুপিয়া (অর্থাৎ ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা—অনুবাদক) পর্যন্ত পৌঁচেছে এবং এ ছাড়াও ১০ কোটি রুপিয়ার বিভিন্ন ওয়াদা রয়েছে। খেদমতে-খাল্‌কের ক্ষেত্রে জামাত ৯৪ লক্ষ রুপিয়ারও উর্ধ্বে ব্যয় করেছে এবং শিক্ষাখাতের অনুদান সমূহ এতদ্ব্যতীত রয়েছে। 'পাব্লিকেশন সেল' এর কার্যবিবরণী বর্ণনা করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে, বিগত দু'বছরে এই সেলের পক্ষ থেকে ৬,৪০০টি পত্র প্রেরণ করা হয়।

এছাড়া জগতব্যাপী ১১৩টি পত্রিকায় জামাতের ৯১২টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'ওকালতে ইশায়াতে'র কর্মসূচীর উল্লেখ করে বলেন যে, বিভিন্ন ভাষায় জামাতী সাহিত্য প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ সেন্টারে রাশিয়ান, আরবী, চীনা, ফ্রেঞ্চ এবং টার্কিস ভাষার ডেস্ক (Desk) স্থাপন করা হয়েছে। এ ডেস্কগুলি অত্যন্ত তৎপরতার সহিত কাজ করছে। সুতরাং বিগত দু'বছরে যতগুলি বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে ততগুলি ১০ বছরেও হয় নাই। কুরআন করীমের বিভিন্ন ভাষায় তরজমা প্রকাশের উল্লেখ করে হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার ফজলে এ বছরে ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষার তরজমা প্রকাশিত হয়ে বিতরণ করা হচ্ছে, রাশিয়ান ভাষার তরজমাও শীঘ্র প্রকাশিত হবে। তারপর স্পেনিশ ভাষার তরজমা প্রকাশিত হবে। হুজুর (আইঃ) নিজ পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন যে, হুজুর তাঁর মরহুম মাতা-পিতার পক্ষ থেকেও একটি ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা প্রকাশনার ব্যয়ভার নিজে ব্যক্তিগতভাবে বহণ করবেন।

ভাষণের শেষভাগে হুজুর বলেন যে, জামাত আহমদীয়ার উল্লিখিত খেদমত সমূহের মোকাবিলায় আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা যে সব খেদমত সম্পাদন করেছে তা সংক্ষিপ্তভাবে এই যে তারা পাকিস্তানে জামাত আহমদীয়ার ১৩০টি মসজিদ থেকে কলেমা তৈয়্যাব নিশ্চিহ্ন করেছে। ৩৪১ জন আহমদীকে কলেমা তৈয়্যাবের ব্যাজ ধারণের জন্য গ্রেফতার করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন জিলা আমীরও রয়েছেন। ১২০জন আহমদীর উপর তাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালানো হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৩ জন আহমদী শাহাদাতের অমৃতসুধা পান করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন আশি বছরের বুজুর্গ। ৬ জন আহমদীকে দাফনের পরে তাদের কবর পুনরায় খনন করে তাদের লাশ বের করে দেয়া হয়েছে। ৪টি আহমদীয়া মসজিদকে সিল করা হয়েছে এবং দু'টি মসজিদ শহীদ (বিধ্বস্ত) করা হয়েছে। আহমদীদের বিরুদ্ধে ৫৫৮টা মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৩২৭টি মোকদ্দমা বিচারাধীন রয়েছে। ১৩৫টি বই-পুস্তক ও পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পরিশেষে হুজুর আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের সম্বোধন করে বলেন, আমাদেরকে খেদমতের যে সকল পন্থা ও পদ্ধতি শিখানো হয়েছে আমরা সেগুলিতে পরিচালিত ও ধাবমান রয়েছি এবং যেগুলি তোমাদেরকে শিখানো হয়েছে, সেগুলিতে তোমরা ধাবমান থাক। তারপর দেখ, কে সফলকাম হয় এবং কে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ। (ক্রমশঃ)

(লণ্ডণ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ২২শে আগষ্ট '৮৬ইং)

অনুবাদঃ মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৯)

যুগ-ইমামের প্রতি ইতায়াতের আবশ্যকতা ঃ

পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বানীর আলোকে আমরা পূর্ববর্তী আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে (ক) বর্তমান যুগ এমন একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত যুগ যখন একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী অবধারিত ছিল; (খ) সেই সকল ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ করে আল্লাহতায়ালার নির্দেশে ইমাম মাহদী, প্রতিশ্রুত মসীহ এবং বিভিন্ন নাম ও উপাধিতে আখ্যায়িত শেষ-যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারক ও মহাপুরুষ রূপে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যথাসময়ে দাবী পেশ করেছেন; (গ) এই দাবীকারকের সত্যতার সমুজ্জল সাক্ষ্য বহণ করেছে আসমান ও যমীনের ঘটনাবলী এবং অগণিত ধারায় প্রকাশিত সুমহান নিদর্শনাবলী এবং (ঘ) এই দাবীকারক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী পুনঃর্জাগরণ-মূলক আন্দোলন তথা আহমদীয়া জামাত সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন এবং প্রবল বিরোধিতা সত্বেও আল্লাহতায়ালার বিশেষ সাহায্য ও অনুগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী শতাধিক দেশে ইসলামের তালীম, তরবীয়ত ও তবলিগ তথা প্রচার-মূলক ব্যাপক কার্যক্রমসহ সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। এখন আমরা পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে সমাগত প্রতিশ্রুত যুগ-ইমাম তথা ইমামুল মাহদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-কে মান্য করা, তাঁর প্রতি ইতায়াত বা আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং তাঁর অনুসৃত সংস্কার ও প্রচার-মূলক কার্যক্রমের সহায়তা করার গুরুত্ব এবং আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার বাস্তব পন্থা ঃ

পবিত্র কুরআন (সুরা সাফ ঃ ১০) ও সংশ্লিষ্ট হাদীসের আলোকে এবং বুজুর্গানে-উম্মতের অভিমত অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-মূলক মহাবিজয় পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হওয়া অবধারিত ছিল (পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে)। আল্লাহতায়ালার ফজলে আহমদীয়া জামাত ধাপে ধাপে সেই মহা-বিজয়ের লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে। ইসলামের বিশ্বব্যাপী মহা-বিজয়ের জন্য সর্বাগ্রে শতধা-বিভক্ত মুসলিম ফেরকা, দল ও উপদল সমূহের মধ্যে নীতিগতভাবে সমঝোতা এবং একতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু সকল প্রকার উপকরণ এবং সম্ভাবনা থাকা সত্বেও বহু আকাংখিত সেই একতা এবং সংহতির প্রচেষ্টা বাস্তবে কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নের আধ্যাত্মিক উত্তর এই যে, নীতিগতভাবে বর্তমান যুগের জন্য সত্যিকার মীমাংসাকারী ও ন্যায়-বিচারক হিসেবে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

এর উপরই ঐক্য ও সংহতি স্থাপন এবং মতবিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব সমর্পন করা হয়েছে ('ইমামান মাহদীয়ান হাকামান আদলান' সংক্রান্ত হাদীস দ্রষ্টব্য)। এমতাবস্থায় এই সুমহান কাজ ঐশী-প্রতিশ্রুত এবং ঐশী-পরিকল্পিত সংগঠন ব্যতীত অন্যকোনভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। বাস্তবক্ষেত্রে সংস্কৃতি এবং অঞ্চলভিত্তিক জোটভূক্ত সংগঠন সমুহ হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বজাতি-বিশিষ্ট সংস্থা তথা জাতিসংঘের অক্ষমতার (বিশেষতঃ ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়াবহতা এবং মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাবলীর) নিরিখে একথা বলা অনাবশ্যক যে, বিশ্ব-শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সত্যিকার চাবিকাঠি তাদের হাতে নেই এবং অবশ্যাম্ভাবী মহা-বিপর্যয় হতে তারা মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারছে না।

তাই প্রতিশ্রুত যুগ-ইমামের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের মাধ্যমে এবং কুরআনের চিরস্থায়ী শিক্ষার আলোকে এই সকল সমস্যাবলীর সমাধান করা সম্ভব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার যে পথ ও পন্থার শিক্ষা দিয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে পথ-নির্দেশ প্রদান করেছেন তার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কয়েকটি উদ্ধৃতি নীচে উল্লেখ করা হলো।

o "ওয়া' তাসেমু বি-হাবলিল্লাহে জামিয়াঁও ওয়ালা তাফার্‌রাকু।"

অর্থঃ—"আল্লাহর রজ্জুকে সকলে মিলিতভাবে আঁকড়াইয়া ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হইও না।" (আল-ইমরান ঃ ১০৪)।

o "ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহা ওয়া আতিয়ুর রসুলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম।"

অর্থঃ—"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে মান্য কর এবং রসুল এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত (উলিল আমর) তাহাদিগকে মান্য কর।" (সুরা নেসা ঃ ৬০)।

o সুরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহতালা সৎকর্মশীল মোমেনদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি এই প্রসংগে পূর্বে আলোচিত সংশ্লিষ্ট হাদিস স্মর্তব্য যাতে নবুয়াত, খেলাফতে রাশেদা, রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং তারপর 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' বা নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। (মেশকাত ঃ বাবুল ইনজার ওয়াত তাহযীব দ্রষ্টব্য)

o "মান আতায়ানী ফাকাদ আতায়াল্লাহ, ওয়ামান আসানী ফাকাদ আসাল্লাহ ওয়ামান আতায়া আমীরী ফাকাদ আতায়ানী, ওয়া মান আসা আমীরী ফাকাদ আসানী।"

অর্থঃ—"যে ব্যক্তি আমার ইতায়াত করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহর ইতায়াত করে, যে ব্যক্তি আমার না-ফরমানী করে সে নিশ্চয়ই আল্লাহর না-ফরমানী করে, যে ব্যক্তি আমার আমীরের ইতায়াত করে সে আমার ইতায়াত করে যে আমার আমীরের নাফরমানী করে সে নিশ্চয়ই আমার নাফরমানী করে।" (সহী বুখারী ও সহী মুসলিম)।

০ "যে ব্যক্তি ইতায়াত ও আনুগত্য হতে এক হাত পরিমাণও পৃথক হয় সে কেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালার সহিত এমনভাবে মিলিত হবে যে তার নিকট কোন দলিল বা ওজর-আপত্তি থাকবে না এবং যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে সে যুগ-ইমামের বয়াত স্কন্ধে গ্রহণ করে নাই, সে জাহিলিয়াত (অজ্ঞতাপূর্ণ) মৃত্যু বরণ করবে।" (মুসলিম)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হতে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে মুসলিম জাতি কখনও ঐশী প্রতিশ্রুত নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, 'হাবলিল্লাহ' বা 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং সেই রজ্জুকে চিরস্থায়ী এবং চির-মজবুত রাখার জন্যই হযরত রসুলে আকরাম মুহাম্মদ (সাঃ) আগমন করেছেন এবং প্রথমদিকে খোলাফায়ে রাশেদীন, মধ্যবর্তী যুগে মুজাদ্দীদগণ এবং প্রতিশ্রুত শেষ যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল (সাঃ)-এর প্রতি ইতায়াত করার পর 'উলিল আমর' অর্থাৎ যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং আদেশ অথবা শাসন করার অধিকারী তাদের আজ্ঞা পালন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 'উলিল আমর' দু'শ্রেণীর হয়ে থাকেঃ একটি দুনিয়াবী বা পার্থিব বিষয়ে এবং অপরটি আধ্যাত্মিক বা দ্বীনি বিষয়ে। পার্থিব বিষয়ে কুফরী আদেশ বা বিষয়াবলী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে হাকেম বা শাসকের নির্দেশ মেনে চলা আবশ্যক এবং ধর্মীয় বিষয়ে 'উলিল আমর'-এর আদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, তোমরা আল্লাহতায়ালার তাকওয়া অবলম্বন করো এবং ইতায়াত ও ফরমাবরদারীতে বিশেষভাবে যত্নবান হও—যদিও কিনা একজন হাবশী গোলাম তোমাদের উপর নিযুক্ত হয়।" (মসনদে আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ—১২৭)। তৃতীয়তঃ, জামাত-বদ্ধ হয়ে থাকার জন্য ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই আধ্যাত্মিক নেতৃত্বমূলক ব্যবস্থা খোলাফায়ে রাশেদা, যুগ-মুজাদ্দিদগণ এবং আখেরী যুগের যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলতঃ নিজ নিজ যুগের জন্য এই সকল ঐশী প্রতিশ্রুত ইমামগণের ইতায়াত করা উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে অত্যন্ত জরুরী। কারণ যুগ-ইমামের ইতায়াতের সংগে হযরত রসুলে পাক (সাঃ) এবং আল্লাহর প্রতি ইতায়াত একই সুবিন্যস্ত ধারায় পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে সম্পর্কিত বলে উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান যুগে সমাগত প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর এবং তার প্রতিষ্ঠিত ঐশী সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব-কল্যাণ ও বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। সকল পর্যায়ে 'উলিল আমর' এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দ্বীনি নেযামের প্রতি ইতায়াতের অভাবের কারণেই সত্যিকার অর্থে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না!

(২) 'বয়েত' বা দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা ঃ

বিশ্ব-জাহানের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন ইমাম মাহদী আঃ আবির্ভূত হবেন তখন যেন তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করা হয়,

তাঁর বয়েত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁকে সালাম পৌছানো হয়। এই সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসের নির্দেশ স্মর্তব্য ঃ

"ওয়াজাবা আলা কুল্লে মুমেনীন নাসরুহু আও কালা এজাবাতুহু" অর্থঃ—ইমাম মাহদীর সাহায্য করা বা তাঁকে গ্রহণ করা প্রত্যেক মুমেনের জন্য ওয়াজেব।" (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড কিতাবুল মাহদী)।

o "এযা রায়াইতুমুহু ফাবাইয়েউহু ওয়ালাও হাবওয়ান আলাস সালজে ফাইন্নাহু খলিফাতুল্লাহিল মাহদীয়ু।" অর্থঃ—"ইমাম মাহদী প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার বয়াত করিও—যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলিফা ইমাম মাহদী।" (ইবনে মাজা পৃঃ—৩১০)

o "ওয়া ইউমিনবিহি মান আদরাকাহু মিনকুম ফাল-ইয়াকরা বেহি মিন্নিস সালাম।" অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁকে (ইমাম মাহদীকে) পাবে, সে যেন তার উপর ঈমান আনে এবং তাকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দেয়।" (কনজুল উম্মাল)

o "মান মাতা ওয়া লায়সা ফি ইন্নুকেহী বাইয়াতুন ফাকাদ মাতা মিতাতাল জাহলিয়াতে"। অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি যুগ-ইমামের হাতে বয়েত না করে ইহজগত ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়তের মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম)

হযরত রসুলে আকরাম (সাঃ)-এর উপরোক্ত নির্দেশাবলীর আলোকে আহমদীগণ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কে মেনেছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে। যদি পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর ঐরূপ নির্দেশ না থাকতো, তাহলে তারা কখনই সেই দাবী-কারকের কথায় কর্ণপাত করতো না।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন ঃ "বয়েতের এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুত্তাকিগণকে এমন একটি জামাতে একত্রীভূত করা যাতে এরূপ একটি ভারী সংঘ জগদ্বাসীর উপর নিজ সু-প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধতা ইসলামের জন্য বরকত, আজমত ও গৌরবময় ফলোদয়ের কারণ হয় এবং একমাত্র পবিত্র কলেমার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বরকত ও কল্যাণে তারা ইসলামের পবিত্র খেদমতসমূহ পালনে ত্বরিৎভাবে নিয়োজিত হতে পারেন।" (৪/৩/১৮৮৯ইং প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি)

উল্লেখ্য যে, আরবী 'বয়েত' শব্দটি 'বাইয়ুন' শব্দ-মূল হতে উদ্ভূত এবং এর দ্বারা 'বিক্রিত হয়ে যাওয়া' বুঝায়। বয়েত গ্রহণ করার অর্থ সর্ব প্রকার পাপ পঙ্কিলতা হতে তৌবা (প্রত্যাবর্তন) করতঃ পবিত্র এবং আদর্শময় সত্যিকার ইসলামী জীবন যাপনের জন্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। পবিত্র কুরআনে বয়েত গ্রহণের তাৎপর্য সম্বন্ধে সুরা ফতেহঃ ১১ ও ১৯ এবং সুরা মুমতাহেনাঃ ১৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ—ক) আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের সংগে অঙ্গীকার করা, খ) বিশেষ রুহানী বন্ধন যা খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং শক্তিশালী, গ) বয়েতকারী তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঘ) প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ব্যক্তির জন্য ঐশী পুরস্কারের ব্যবস্থা, ঙ) জাতীয় বিপদাবলীতে বয়েতের মৌলিক শর্তাবলী স্মরণ করে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরুপণ করে অগ্রসর হওয়া এবং চ) সর্বপ্রকার শিরক ও পাপাচার পরিহার করতঃ ইত্তায়াত বা আনুগত্যের রজ্জু দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া থাকা। সুতরাং বয়েতকারীগণকে সর্বাবস্থায় নিজ বয়েতের অংগীকার পালনের জন্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে সকল প্রকার পার্থিব উদ্দেশ্যাবলীর উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

(ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

মৈত্রীর জেহাদ

বিগত দুই শতাব্দীকাল যাবৎ বিশ্বের সমগ্র মানবজাতি একতার বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্টা-রত। একতাবদ্ধ হওয়ার এই অগ্রযাত্রায় স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে অথবা ভুলক্রমে জাতিসমূহ আবার শতধা বিভক্ত। ভৌগলিক সীমারেখা পৃথিবী নামক গ্রহের জন্য যদিওবা এক ও অপরিবর্তনীয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে উজ্জীবিত জনগোষ্ঠী পৃথিবীবাসীর একতার পথে এক দুর্লঙ্ঘনীয় প্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান। তথাপি পাষাণ সদৃশ এই প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মানব-বিবেক আজ একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসে ক্রমঃঅগ্রসরমান। বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন রংয়ে, উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের। কখনও তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, কখনও বা অর্থনৈতিক, কখনও সামাজিক, কখনও সামরিক। এই সকল প্রচেষ্টাসমূহ সামগ্রিক ও সার্বজনীন একতার প্রয়োজনীয়তাকেই নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন করে!

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় একতা'র কোন সে বন্ধন যা দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার অথবা বিশ্বের অন্য কোন অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ'দের মজবুত বাঁধনে বাঁধতে সক্ষম? উচ্চ নাসিকা'র উন্নাসিকতাকে বিলোপ করে অপেক্ষাকৃত খর্ব নাসিকাকে ভালবাসতে শেখায়। কোন শক্তিশালী নীতিমালা যা পরাশক্তিগুলিকে বা শক্তিধর ও দুর্বল'কে প্রেমপূর্ণ এক মহা-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে? মানব অন্তঃকরণের গভীরে অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি-পাত করলে এই বাস্তব-দৃশ্যই অবলোকন করা যাবে যে, একতার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী এক দানব তথায় আসন গেঁড়ে বসে আছে। মানব-বিবেকের কাঙ্ক্ষিত একতা অর্জনের সুমহান পথে লোভ-লালসা, হিংসা-জিঘাংসা ইত্যাদির কন্টক ছড়িয়ে নিয়তই সে তাকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে বাধা দিয়ে চলেছে। তবে কি এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে না পৌছানোর গ্লানি সর্বকাল ধরে মানবজাতি বয়ে বেড়াবে!

স্বউদ্ভাবিত পন্থায় মানবকে বারবার হোঁচট খেতে দেখেও করুণাময়ের কৃপাসিন্ধু কি উদ্বেলিত হবে না! পূর্ণাঙ্গীন নীতিমালাপূর্ণ শাশ্বত ও সার্বজনীন শিক্ষা "ইসলাম' যার অন্যতম অর্থ শান্তি তাও কি জগৎকে শান্তিময় একতার সুশীতল ছায়াদানে অপারগ হয়ে গেল! তাই বা কি করে সম্ভব; যেখানে কি'না পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ঘোষণা ও নিশ্চিত দাবীমালা পেশ করে যে—হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা বিশ্বজনীন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "বল, (হে নবী), হে মানবজাতি আমি তোমাদের সকলের জন্য রসুলরূপে প্রেরিত হয়েছি।" (সুরা আল আরাফ ১৫৯ আয়াত)। আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু (তাদের) অধিকাংশ তা জানে না। (সুরা আস সাবা ২৯ আয়াত) আমরা তোমাকে জগতের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সুরা আম্বিয়া

১০৮ আয়াত)।" পবিত্র কুরআনের বাণী যা সর্বকালের সমগ্র মানবের জন্য হেদায়েত রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর ঘোষণাও স্বয়ং কুরআনে প্রদত্ত রয়েছে। যেমন, "আল্লাহর প্রেরিত রসুল পবিত্র বাণী সমূহ তেলাওয়াত করেন যাতে স্থায়ী নির্দেশাবলী রয়েছে (সুরা বাই-য়্যেনাহ ৩-৪ আয়াত)। ইহা সকল মানবের জন্য স্মরণীয় বাণী (সুরা আল জুমার ৮৮ আয়াত)। কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য সম্মানের উৎস (সুরা আল কালাম ৫৩ আয়াত)। মহিমান্বিত তিনি যিনি অবতীর্ণ করেছেন সূক্ষ্ম পার্থক্য ও প্রভেদ (নিরূপনকারী গ্রন্থ) তাঁর বান্দার উপর যাতে সে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হয়" (সুরা আল ফুরকান ২ আয়াত)।"

হযরত নবী করীম (সাঃ)-র এই সুমহান মর্যাদা সম্বলিত ঘোষণা সত্বেও আমাদের পরিচিত বিশ্বের বাস্তব অবস্থা দর্শনে ভীত-শঙ্কিত ও মর্মাহত হতে হয়।

বিশ্বের জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ আজ অবধি ইসলামের চিরন্তন সত্যের বাণীকে উপেক্ষা করে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-র রেসালতের অবমাননা করে নিজেরা বহুবিধ ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে শত সহস্র সমস্যা জর্জড়িত ও প্রপীড়িত।

পক্ষান্তরে চৌদ্দশত বৎসর পর নবী করীম (সাঃ)-র উম্মত অন্যান্য ধর্মালম্বীগণকে ইসলামে দীক্ষিত করে উম্মতে ওয়াহেদায় পরিণত না হয়ে নিজেরাই একতাবদ্ধ থাকার পরিবর্তে নানান দল-উপদলে বিভক্ত। তায়েফের প্রান্তরে একদা যে রসুল (সাঃ)-র পবিত্র রুধি-ধারা ইসলামের শাশ্বত শান্তির, সাম্যের বাণী প্রচারে জমীনকে করেছিল রক্ত-রঞ্জিত আজ তাঁরই উম্মত পরস্পর পরস্পরকে কাফের আখ্যায়িত করে দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে লিপ্ত। আজ থেকে চৌদ্দ শত বর্ষ পূর্বে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'—র পবিত্র বন্ধন আরবজাতীকে গোত্রীয় কোন্দল হতে মুক্তি দিয়েছিল। হযরত রসুলে করীম সাঃ-র শিক্ষা ও আদর্শের কল্যাণময় পরশে পরস্পর শত্রু ছিল যারা একতায় তারা এতটা উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল যে, পবিত্র কুরআন তাদের 'বুনিয়ানুম মারসুস" (সুরা আস সাফ ৫ আয়াত) শিশা গলিত প্রাচীর বলে আখ্যায়িত করেছে। মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য স্থাপনের মানবীয় প্রচেষ্টা ও, আই, সি, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, লেবানন ও প্যালেষ্টাইন সমস্যা, মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া, জর্ডান, সৌদী আরব, ইরান, এক কথায় মধ্য প্রাচ্যের আরবীয় মুসলিম রাষ্ট্রগুলি এবং অনুরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির অন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বহুবিধ সমস্যা অঙ্গুলি ইশারায় সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিচ্ছে যে—রসুল করীম সাঃ-র শিক্ষা ও আদর্শ অনুধাবন ও অনুসরণে বৈকল্য দেখা দিয়েছে। রসুল করীম (সাঃ) র শিক্ষা ও আদর্শের সাথে চিন্তা কর্মধারায় বিরোধ ও বিঘ্ন রয়েছে। পুনরায় মুসলমানগণের চিন্তা ও কর্মধারা সুসজ্জিত করতে এই বিশেষ যুগে যে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনির্দিষ্ট করে গিয়েছেন তিনিই হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)।

ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও খাতামান নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-র আদর্শের সাথে সাধারণভাবে মুসলমানগণের চিন্তা ও কর্মধারায় বহুবিধ অসঙ্গতি দৃশ্যমান হওয়ায় উক্ত অসংগতি বিদূরীত করতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) রূপে আবির্ভূত করেছেন। তিনি নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন এবং ঐশী মদদ পুষ্ট আহমদীয়া জামাতও কায়েম করেছেন। ইসলামের বিশ্বময় পুনঃপ্রতিষ্ঠার মহান কর্মসূচী কার্যকর করতে জামাতে আহমদীয়া যুক্তি, প্রমান ও ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে অব্যাহত ও অবিরত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে।

বস্তুজগতের প্রবল আকর্ষণ মানবের অন্তঃকরণে অবস্থানরত লোভ-লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষের দানবকে এমনভাবে উজ্জীবিত করেছে যে, মানব বিবেকের সুশীলতাকে গ্রাস করে জাগতিক প্রাধান্য বিস্তারের কামনায় তা আজ ধর্মের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে ক্রুর পৈশাচিকতায় মেতেছে।

অপ্রিয় হলেও বাস্তবতা আজ ইহাই যে অপরাপরদের ন্যায় মুসলমানগণের মন-মস্তিস্কেও ঐ দানব বাসা বেঁধে বসেছে। তা থেকে এই ধারণার জন্ম হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণের জন্য বল-প্রয়োগের অবলম্বন গ্রহণ করা ফরজ বা বাধ্যতামুলক করেছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শিক্ষার প্রতি প্রকাশ্য অবমাননাকর এই ধারণা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নীতিমালা বিরোধী গুরুতর মহা-অপরাধ। এই বিকৃত ধারণাকে মেনে নিলে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, ইসলাম তার অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও আদর্শ এবং অনুপম সৌন্দর্য দ্বারা মানব-বিবেকের সমক্ষে যুক্তিপূর্ণ ও কার্য্যকরী আবেদন পেশ করতে সক্ষম নয়।

সাধারণভাবে প্রচলিত এই ধারণার বিপরীতে পবিত্র কুরআন মজিদ কিন্তু মানব-বিবেকের স্বাধীনতার উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করছে। সুরা বাকারার ৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে, "ধর্মে কোন প্রকার জোর জুলুম নেই। সরল পথ এবং ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে"। অনুরূপভাবে কালামে পাকে আরও বর্ণিত হয়েছে, "বলে দাও, সত্য তোমাদের রাব্বের পক্ষ থেকে এসেছে এখন ঈমান আনা না আনা তোমাদের ইচ্ছাধীন (সুরা কাহাফ ৩০ আয়াত)"

বস্তুতঃ মানব-বিবেকের বোধ-শক্তির উন্মেষের সাথে ঈমান আনয়নের বিষয়টি ওতো-প্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। বল প্রয়োগ ও পীড়ন দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে এ কথা উচ্চারণে বাধ্য করা যায় যে, সে ঈমান এনেছে কিন্তু তার বোধগম্যে'র অতীত কোন কল্পিত ধারণাকে ঈমানরূপে তার উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। কেবলমাত্র আল্লাহতায়ালাই ঈমান দানে অনুগৃহীত করে থাকেন। এমন কি তিনিও ঈমান আনার বিষয়ে চাপ প্রদান করেন না। তবে অন্য কেহ ঈমান আনার ব্যাপারে কি করে বল প্রয়োগ করতে পারে? এই বিষয়টিই পবিত্র কুরআনে সুরা ইউনুসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, "যদি তোমার রাব্ব তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাইতেন ভূ-পৃষ্ঠস্থ সকল জায়গার অধিবাসীই বিনা ব্যতিক্রমে ঈমান

আনয়ন করত। অতএব, ঈমান আনবার জন্য তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য করতে পার? অথচ ব্যাপার এই যে, কোন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত ঈমান আনতে পারে না, যে পর্যন্ত খোদার আদেশ না হয়।" (সুরা ইউনুস ১০০—০১ আয়াত)। আরও বর্ণিত হয়েছে যে, "বলে দাও, হে জনগণ, তোমাদের রাব্বের পক্ষ হতে সম্যক সত্য সমুপস্থিত। অতএব, যে কেহ হেদায়েতের পথ অনুসরণ করে তা নিজ মঙ্গলের জন্যই করে এবং যে কেহ ভ্রান্ত পথে চলে সে নিজেরই অনিষ্ট সাধন করে, আমি তোমাদের উপর দারোগা নিযুক্ত হইনি।" (সুরা ইউনুস ১০৯ আয়াত)।

ব্যক্তি বিশেষের ঈমান আনয়ন ও তা সুদৃঢ় করার প্রয়োজনে পীড়ন বা বল প্রয়োগের যে সামান্যতম অবকাশও নেই পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ সন্দেহাতীতরূপে এ বাস্তবতাকে প্রমাণ করছে। অর্থাৎ ইসলাম, ধর্মের ব্যাপারে জোর-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতনের পথকে রুদ্ধ করে নেতিবাচক আদর্শ ও নীতিমালা পেশ করেছে। তবে ইসলাম কিন্তু মুসলমানগণকে তার সকল উপায় উপকরণ দ্বারা আল্লাহতায়ালার রাস্তায় অবিরত ধারায় প্রচেষ্টারত থাকতে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বার বার ইতিবাচক নির্দেশ দান করেছে। যেমন বলা হয়েছে, "হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের রাব্বের ইবাদতকালে ঝুঁকো, (রুকু' কর) ও নত হও (সেজদা কর)। এবং উত্তম কর্ম কর, যাহাতে তোমরা উন্নতি লাভ করতে পার। আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে জেহাদ (কষ্ট স্বীকার) করাই তো প্রকৃত (হক্ক) জেহাদ, তিনিই আল্লাহ। আমাদিগকে মনোনীত ও উন্নীত করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ কঠোরতা আরোপ করেন নাই।" (সুরা আল-হজ্ব ৭৮-৭৯ আয়াত)।

নবী করীম (সাঃ)-কে পবিত্র কুরআনের সুরা আল ফুরকানের ৫৩ নং আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে—"অতএব, কাফেরদেরকে অনুসরণ করো না, তাদের মোকাবেলায় ইহা (কুরআন) দ্বারা জেহাদ (যুদ্ধ) কর যা জেহাদে কবীর (বড় যুদ্ধ)।"

অনুরূপভাবে সুরা আনকবুত-এর ৭০নং আয়াতটিও মক্কায় নাযেল হয়। যাহাতে বলা হয়েছে, "এবং যাহারা আমাদের পথে জেহাদ (যুদ্ধ) করে নিশ্চয়ই আমরা তাহাদিগকে আমাদের হেদায়েতের পথে পরিচালিত করি।"

আয়াতে করীমার এই সকল নির্দেশ সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য। কেননা উক্ত আয়াত রসুলে করীম সাঃ-র উপর হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে নাযেল হয়। আয়াতগুলিতে উল্লেখিত জেহাদ ও জেহাদ করার নির্দেশ পালনে রসুলুল্লাহ সাঃ কালক্ষেপ করেছেন এমন ধারণা কোন অর্বাচীন মুসলমানও রাখে না। আরও উল্লেখ্য যে, আত্মরক্ষার জন্য ঐ সময়ে মুসলমানরা অস্ত্র ধারণ করে নাই পরন্তু হিজরত পরবর্ত্তী-কালে যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়।

অতএব, এই জেহাদ ও জেহাদে কবীরের মর্মার্থ রসুলে করীম (সোঃ) স্বয়ং মক্কী জীবনে কার্যকরী করে উম্মতের জন্য জেহাদের প্রকৃত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

আরবী ভাষায় সাধারণভাবে কঠোর সাধনার জন্য 'জেহাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে কষ্টবরণ করার অন্যতম রূপ ইহাও ছিল যে, মদীনায় হিজরত করার পর কুরাইশ ও অন্যান্য কাফের গোত্রের আক্রমণ ও আগ্রাসন তৎপরতার মোকাবেলায় মুসলমানগণকে আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র-ধারণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। (সুরা আল হাজ্ব ৪০-৪১ আয়াত ; আল-বাকারা ১৯১-৯৪ আয়াত)

বলপূর্বক মুসলমান বানাবার উদ্দেশ্যে এই সকল জেহাদ (অস্ত্র যুদ্ধ) তৎকালীন সাহাবাগণ করেন নাই। বরং মুসলমানগণের ঐ সকল যুদ্ধের মূল কারণ ছিল এই যে, আরবের কাফের গোত্রগুলি মুসলমানগণকে ইসলাম পরিত্যাগ করানোর জন্য বল প্রয়োগের পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য অস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে শত-শত বর্ষ পর মুসলমানগণের নৈতিক অবক্ষয় ও আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের কারণে এই বিকৃত ধারণার জন্ম হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে তরবারীর মুখে হত্যার হুমকি ও ভীতিপূর্ণ চাপ সৃষ্টি করে মুসলমান বানানো একটি মহৎকর্ম। এবং এই পুণ্যকর্ম সাধন করা মুসলমানগণের ঈমানী দায়িত্ব। রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের কামনা থেকে উদ্ভূত এই ধারণা কার্যকর করার চেষ্টায় মোল্লাতন্ত্রের স্বউদ্ভাবিত এই জেহাদ (কারণ ইহা রসুলে করীম সাঃ-র জেহাদ নয়) আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলি যদি তৎপর হয়ে উঠে তাহলে নিঃসন্দেহে বিশ্ব-শান্তি বর্ষ উদযাপনের বৎসর ১৯৮৬ তেই বিশ্বে শান্তির পরিবর্তে হত্যাযজ্ঞের এক দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে এবং পরিণামে সকল মুসলিম-রাষ্ট্রগুলিকে তাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হারাতে হবে ; তাদের অস্তিত্ব হবে বিপন্ন।

অস্ত্র-যুদ্ধের অপ্রয়োজনীয়তা এবং অকার্যকারিতা বর্তমান যুগে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কাজেই 'যুদ্ধ নয় শান্তি' বর্তমান জামানার জন্য এক শ্লোগান। এই শ্লোগানের প্রতি যদিও হালে জগৎবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে ; আল্লাহতায়ালা কিন্তু পবিত্র কুরআনে বহুকাল পূর্বেই সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-র মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমন সুরা আল-আনফালে-র ৬২-৬৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"যদি তারা শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হয় তুমি তাহাতে সম্মত হও এবং আল্লাহর উপর আস্থা রাখ। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা (সব দেখেন) সর্বজ্ঞানী (সব জানেন)। যদি তারা তোমার (সাথে) প্রতারণার আশ্রয় নেয় তবে নিশ্চয় তোমার রক্ষাকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

অস্ত্র-যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট নীতিমালা ও দ্রুত যুদ্ধাবসানের জন্য কুরআন মজীদে বলিষ্ঠ ভাষায় বহু তাকিদ রয়েছে। আল্লাহতায়ালার দৃষ্টিতে যুদ্ধ একটি অনোপকারী কর্ম ;

নিতান্তই পাশ কাটাতে না পারলে যার অনুমতি দান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ-তায়ালা সুরা মায়েদার ৬৫ নং আয়াতে বলেছেন—"যখনই তারা যুদ্ধের দাবাগ্নি প্রজ্জলিত করে আল্লাহ তাহা নির্বাপিত করেন। তারা জমীনে ফাসাদ ছড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে।"

পবিত্র কুরআন মজিদের এই সুস্পষ্ট আয়াতসমুহ ছাড়াও ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারে অস্ত্রযুদ্ধের ভূমিকা কতটা গৌণ তা রসুলে করীম সাঃ এবং তাঁর সাহাবাগণ এক .....যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার উপকণ্ঠে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-র এই উক্তিটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমরা ছোট জেহাদ থেকে মহান জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করছি।" এই হাদিসটিতে রসুলে করীম (সাঃ) স্বয়ং জেহাদের মর্মার্থ ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে আত্মশুদ্ধিতে উৎকর্ষতা অর্জনের জেহাদ ধর্মের জন্য অস্ত্রযুদ্ধের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ।

কেয়ামতকাল পর্য্যন্ত যেই মহাপুরুষের দূর-দৃষ্টি সম্প্রসারিত সেই আফজালুর-রসুল রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই বিশেষ যুগে তাঁর কল্যাণকর প্রভাবে সৃষ্ট তাঁর অনুগামী দাস ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-র পরিচয় দান কালে বলেছেন যে يضع الحرب অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন।

অতএব, আহমদীয়া জামাত পবিত্র কুরআন ও রসুলে করীম (সাঃ)-র শিক্ষা ও আদর্শকে আঁকড়িয়ে ধরে কুরআনে বর্ণিত 'জেহাদে কবীর'-এর নির্দিষ্ট হাতিয়ার 'কুরআন' বক্ষে ও হস্তে ধারণ করে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) প্রদর্শিত যুক্তি-দলীল ও নিদর্শনে পরিপুষ্ট হয়ে বিশ্বের শতাধিক দেশে ইসলামের প্রেমপূর্ণ বাণী বয়ে জেহাদে কবীরে রত রয়েছে। আহমদীয়া জামাত ঘৃণা-বিদ্বেষ, জিঘাংসার হিংস্র দানবকে হৃদয়ের কন্দরে গভীরভাবে প্রোথিত করে রসুলে আকরাম (সাঃ) বর্ণিত জেহাদে আকবর (মহান জেহাদ)-র পূণ্যকর্ম কার্যকরী করতে সদা উৎসর্গরত। জামাতে আহমদীয়া ইসলামের মহব্বত ভরা হস্ত সম্প্রসারিত করে সাফল্যজনকভাবে মিত্রতার জেহাদ সাধন করে বিশ্ব মানবের কাঙ্খিত একতা—ইসলামের ইপ্সিত ঐক্য অর্জন করে চলছে। ইনশাআল্লাহ সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সমগ্র মানব জাতি ইসলামের শাশ্বত সত্য বরণ করে হযরত খাতামান্নাবীঈন, সৈয়্যদুল মুরসালীন (সাঃ)-র ঝাণ্ডাতলে সমবেত হয়ে 'উম্মতে ওয়াহেদায়' পরিণত হবে। আল্লাহ শীঘ্র করুন! আমীন!!

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

সংবাদ ঃ

পাকিস্তানে বিরোধীদলীয় নেতাগণ আহমদী বিরোধী অর্ডিনেন্স ও নির্যাতনের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কঠোর নিন্দা প্রতিবাদ জানান ঃ

দৈনিক 'মাশরিক' ২১শে জুলাই '৮৬

"আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার কোন অধিকার সংসদের নাই।"

এন ডি পির প্রধান ওয়ালি খাঁর বিবৃতি ঃ

এন ডি পি এর সর্বপ্রধান নেতা ওয়ালি খাঁন বলেন, তাঁর দল ঘোষণা করে যে আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার সংসদের কোন অধিকার নাই। তিনি বেলুচিস্তান বারে ভাষণদানের পর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রশ্নটি করেছিলেন বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মিঃ খালেদ মালিক। ওয়ালি খান বলেন ভুট্টোর শাসনামলে যখন আহমদীদের বিরুদ্ধে পার্লিয়েমেন্টে (সংসদে) বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো তখন আমি পার্লিয়েমেন্টে সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতা হিসাবে এই ভিত্তির উপর উক্ত বিষয়টির বিরোধিতা করি যে, সংসদ এমন কোন ফোরাম নয় যা কাউকে মুসলিম বা অমুসলিম ঘোষণা করতে পারে। তিনি বলেন, আমার বক্তব্য ছিল এই যে, কায়েদে-আজম আগষ্ট ১৯৪৭ইং পার্লিয়েমেন্টে বলেছিলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখানে মুসলমান আর মুসলমান নয় এবং হিন্দু আর হিন্দু থাকলো না বরং সবাই পাকিস্তানী। কায়েদে আজম এ কথাটি ধর্মীয়ভাবে বলেন নাই বরং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছিলেন। ওয়ালী খাঁ বলেন যে জাতির পিতা যখন হিন্দুর জন্যও এত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথা বলেছেন, তখন সংসদ কাউকে মুসলমান অথবা অমুসলিম সাব্যস্ত করার ঘোষণা কি করে করতে পারে? তিনি বলেন, আমি এই দাবীও করেছিলাম যে সংসদ চূড়ান্ত ফয়সালা দানের পূর্বে আহমদীয়া জামাতের প্রধানের বক্তব্যও শোনা হোক। আমার জোর দেওয়াতে আহমদীয়া জামাতের প্রধানকে সংসদে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। তিনি বলেন যে, তথাপি সংসদে আহমদীয়া জামাতকে অমুসলিম ঘোষণা করে দেয়া হলো। আমরা ইহার বিরোধী ছিলাম এবং এখনও আমরা ইহার বিরোধী। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তিনি বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে জারীকৃত এন্টি আহমদীয়া অর্ডিনেন্সেরও বিরোধিতা করেন।

(পাকিস্তানী দৈনিক "মাশরিক" ২১শে জুলাই ১৯৮৬ইং)

দৈনিক 'জংগ" ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৪ইং

"বর্ষিয়ান মুসলিম লীগ নেতা সরদার শওকত হায়াত বলেন যে, কায়েদে আজম ধর্মীয় মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে পাকিস্তানে ইসলামী কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। টেলিফোন যোগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি বলেন

যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর না'রা কায়েদে আজমের ছিল না বরং ছাত্রদের ছিল। কায়েদে আজম ইসলামী কল্যাণমূলক সমাজ Welfare state প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে ছিলেন, যার জন্য কিনা আমরা ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং 'জমিয়াতে উলামায়ে-হিন্দ' এবং জামাতে ইসলামীর ন্যায় ধর্মীয় দলগুলি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল। কায়েদে আজমের আদেশে আমি এবং গাজানফার আলী খান ১৯৪৬ইং সালে কাদিয়ানে এবং মৌলানা মওদুদীর নিকট গিয়েছিলাম। বাটালায় সভা করে আমরা রাত বারটায় কাদিয়ান পৌঁছি। সেখানে আমাদের সহিত ওয়াদা করা হলো, আহমদীয়া জামাতের প্রতিটি সদস্য মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা করবে এবং নির্বাচনে যে সকল কাদিয়ানী (আহমদী) প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন মুসলিম লীগ তাদের সাহায্য করবে। যখন আমরা কায়েদে আজমের পয়গাম নিয়ে মৌলানা মওদুদীর নিকট গেলাম এবং বললাম যে আপনি পাকিস্তানের জন্য দোওয়াও করুন, তখন মৌলানা বললেন, "আপনারা আমার নিকট 'নাপাক স্থান' এর জন্য দোওয়া করাতে এসেছেন?" সরদার শওকাত হায়াত বলেন, যদি আমার কথায় কারও দ্বিমত থাকে তাহলে সে আদালতে এ ব্যাপারটি নিয়ে যাক, আমি এই সব কথা সপ্রমাণিত করবো।" (পাকিস্তানী দৈনিক 'জংগ' ১৬ই ডিসেম্বর '৮৪ ইং পৃঃ ১ কঃ ৩)

অনুবাদ : **মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর উদ্যোগে আয়োজিত ৭দিন ব্যাপী প্রথম তালিমুল কোরআন ক্লাশ ও ২দিন ব্যাপী ৯ম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর উদ্যোগে আয়োজিত ৭দিন ব্যাপী প্রথম তালিমুল কুরআন ক্লাশ গত ৩রা অক্টোবর রোজ শুক্রবার হইতে ৯ই অক্টোবর রোজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এবং পরবর্তী ২দিন ১০ ও ১১ই অক্টোবর রোজ শুক্র ও শনিবার নবম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে—আলহামদুলিল্লাহ।

৩টি মজলিস হইতে ৩২জন নিয়মিত ও ৩৩জন আনসারুল্লাহর সদস্য অনিয়মিতভাবে তা'লিমুল কুরআন ক্লাশে এবং ৩২টি মজলিস হইতে ১৩৫জন আনসারুল্লাহর সদস্য, ৪৫ জন খোদ্দাম ও ৮জন আতফালসহ ইজতেমায় যোগদান করেন।

(বিস্তারিত খবর আগামী সংখ্যায় দেওয়া হইবে—ইনশা'আল্লাহ)

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
এডিশনাল মোতামাদ উমুমী

নারায়ণগঞ্জ খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার ফজলে গত ২৯শে আগষ্ট ১৯৮৬ইং রোজ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। তিনজন কেন্দ্রীয় নাযেম সহ মোট ৫১ জন খোদ্দাম ও ২৮জন আতফাল এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দুইটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত খোদ্দাম ও আতফালদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর আলোচনা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিল। প্রশ্নোত্তর আলোচনায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানের নায়েবে আমীর—২ জনাব খলিলুর রহমান সাহেব। পুরস্কার বিতরণীর পর আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

ইহা ছাড়া গত ২২শে আগষ্ট শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ মজলিস স্থানীয় ষ্টেডিয়ামে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনও করে।

—কায়েদ নারায়ণগঞ্জ মজলিশ

অভিযান

দলিল-প্রমান-যুক্তি বলে
আহমদীরা এগিয়ে চলে
ছুটল তারা চীন জাপান
ঝর্ণা হেন মুক্ত-প্রাণ।
ইউরোপের ঐ সবখানে
আফ্রিকার ঐ ঘোর বনে—
স্পেনে গিয়ে দেয় নাড়া
মৃত প্রাণে পায় সাড়া।
যায় সে ছুটে সতেজ প্রাণ
সাজিয়ে দিতে গুলিস্তান
কণ্ঠে গেয়ে পাকবাণী
বিলায় সওগাত রুহানী।
আহমদীরা নেক সন্তান
মধুর সুরে দেয় আযান
আজ দুনিয়ার দশ দিকে
পায়ের ছাপ যায় রেখে।

— মোঃ নূরুল ইসলাম

শোক সংবাদ

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতে হইতেছে যে, ফাজিলপুর (নোয়াখালী) নিবাসী জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বিগত ৬ই অক্টোবর '৮৬ইং রোজ সোমবার সকাল সাতটায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

ইন্তেকাল কালে মরহুমের বয়স ছিল ৭৬ বছর। তিনি একজন মোত্তাকী-পরহেজগার নিবেদিত প্রাণ মোখলেস আহমদী ছিলেন। আজীবন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের খেদমত ও কোরবানী পেশ করায় তওফিক লাভ করেন। তিনি ২১ জন পুত্র ও কন্যা এবং বহু নাতী-নাতনী রাখিয়া যান। মরহুমের রূহের মাগফিরাত, দারাজাতের বুলন্দি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের সকলকে যেন আল্লাহতায়ালা ধৈর্য্যধারণের তওফিক দেন এবং তাহাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হন সেজন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

NEWLIFE LONDON FRIDAY SEPTEMBER 12, 1986.

US tells Pakistan 'stop persecuting Ahmadis'

THE United States Congress has called on the Pakistan Government to stop persecution of the Ahmadiyya Muslim community, Which numbers 3.5 million in Pakistan

A congressional resolution, regarding the repression by Pakistan of the Ahmadis, was introducced by Congressman Tony P Hall of Ohio.

In the resolution, Mr Hall Said: "There can be little doubt that there is a clear policy by the Government of Pakistan to repress the Ahmadis and to discriminate against them directly as well as indirectly. Both Lawyers committee and Human Rights Advocates have determined that there are widespread violations of human rights in Pakistan and that Ahmadi are victims of systematic persecution based religious beliefs.

DOCUMENTED REPRESSION

"Notwithstanding international obligationss to respect freedom of religion and the provisions of its own constitution the Government of Pakistan has been engaging in a documented pattern of religious repression against its Ahmadi community. The actions of the Government of Pakistan against the Ahmadi Muslims have received international condemnation", Congressman Tony Hall said.

Both the House and Senate of the House Congress sent a strongly worded statement to Pakistan which calls upon Pakistan to: repeal Ordinance XX: cease persecution of and discrimination against, Ahmadis; provide that any trial of civilians by military courts be reviewed by civilian courts ; and restore all internationally reco gnised human rights to all the people of Pakistan.

The Ahmadiyya Muslim Association (UK) has accused the Pakistan Government of ' not only continuing, but intensifying its inhuman attitude towards Ahmadis over the last few months''.

It claims that ''five Ahmadis were brutally murdered during the last four months'' as well as detailing a long list of mob attacks on Ahmadiyya mosques, murders and an increasing number of Ahmadis being jailed for their religious beliefs."

Detained at Airport

STOP PRESS: Thirty Ahmadi Muslims, who were due to fly to Britain to attend the Convention, were detained by the immigration authorities at Karachi airport on July 20, on the charge that their passports show their religion as 'Islam'. Their luggage was already aboard, so could not be recovered.

Jailed for wearing Kalima

News reaching the Ahmadiyya Muslim Association UK. from Pakistan indicates that five Ahmadis tried for wearing Kalima badges have been convicted and awarded various terms of imprisonment and fines, by a magistrate on July 10 in Quetta,

Abdur Rehman Khan, Abdul Majid, Rafi Ahmad and Zia-ud-Din were each sentenced to one year's imprisonment and one thousand rupees fine. Muhammad Hayat, an old man, was fined 3,000 rupees. It is also reported that, after hearing the sentence, one of them recited the Kalima again and was then given another six months, report the Association.

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar